ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 December, 2019 ■ আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ৩ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিএএ বিরোধী মিছিল, সিপিএম বিজেপি সংঘর্ষ, আহত দুই পুলিশ

উত্তপ্ত বিলোনীয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ ডিসেম্বর।। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর বিরোধিতায় সারা দেশে সংগঠিত কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় সিপিএমের মিছিল ও পথসভাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ চড়েছে। শাসক দল বিজেপি এবং বিরোধী সিপিএমের সংঘর্ষে দুই পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের আগরতলার জিবি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ওই সংঘর্ষের ঘটনায় সুয়ো-মোটো মামলা নিয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক বলে জানিয়েছেন বিলোনিয়ার এসডিপিও সৌম্য দেববর্মা। এদিকে, এদিনের সংঘর্ষের ঘটনায় কাঁদা ছুঁড়াছুড়িতে মেতে উঠেছে শাসক-বিরোধী।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বিলোনিয়া শহরে মিছিল বের করে সিপিএম। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় তাঁরা মিছিল শেষে পথসভার অনুমতি নিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি কর্মীরা তাঁদের বাধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছে সিপিএম। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম বিলোনিয়া বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্ত বলেন, আজ মিছিল করে যাওয়ার সময় ১ নম্বর টিলা এলাকায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা করেছে। তাদের ছোঁড়া ইট-পাটকেলে দলীয় কর্মী এবং পুলিশ আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশের অনুরোধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বদলে আমরা পুরনো মটরস্ট্যান্ডের দিকে রওয়ানা দেই। কিন্তু সেখানেও বিজেপি কর্মীরা বাধা দেওয়ায় পার্টি অফিসের সামনেই আমাদের পথসভা করতে হয়েছে, ক্ষোভের সুরে বলেন তিনি।

তাপস দত্তের বক্তব্য, ত্রিপুরায় আইনের শাসন নেই আজকের ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, পুলিশের সামনেই আজ বিজেপি কর্মীরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। তাঁর কথায়, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় সারা দেশে আওয়াজ উঠেছে। কিন্তু, ত্রিপুরায় বিজেপি কর্মীরা গুণ্ডামি করে আওয়াজ দমিয়ে রাখতে চাইছেন। তাঁর দাবি, গুণ্ডামি করে কোনও আইন লাগু করা যাবে না। সাথে তিনি যোগ করেন, আজকের ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি।

এদিকে, পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএমকে তুলোধোনা করেছেন বিজেপি-র দক্ষিণ জেলা সভাপতি বিধায়ক শঙ্কর রায়। তাঁর কথায়, সারা দেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল চক্রান্ত করছে। তেমনি, ত্রিপুরায়ও বিরোধীরা সন্ত্রাস করে শান্তি নষ্ট করতে চাইছেন। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, সিপিএম শান্তি সহ্য করতে পারে না। তাই, ক্ষমতা হারিয়ে ত্রিপুরায় অশান্তির পরিবেশ কায়েম করতে চাইছে। তাঁর অভিযোগ, সিপিএম নাগরিকত্ব আইনের ভুল ব্যাখ্যা করে ত্রিপুরায় দাঙ্গা বাঁধানোর উস্কানি দিচ্ছে। তাঁদের বক্তব্যে এমনটাই মনে হচ্ছে, সিপিএম বিধায়ক প্রভাত চৌধুরীকে নিশানা করে বলেন তিনি।

বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা জানিয়েছেন, মিছিলকে কেন্দ্র সিপিএম ও বিজেপি উভয় দলের কর্মীরা জড়ো হলে পুলিশ সিপিএম কর্মীদের ফিরে যেতে বলেন। তাঁর কথায়, এমনিতেই বিলোনিয়ায় যে-কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাই আজ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবুও ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়েছে। এতে মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর চম্পা দাস এবং সাব-ইন্সপেক্টর স্মৃতিকান্ত বর্ধন আহত হন। চম্পা দাসের মাথায় আঘাত লেগেছে এবং স্মৃতিকান্ত বর্ধন হাতে ব্যথা পেয়েছেন। তাঁদের প্রথমে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁদের জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন, জানান তিনি। তিনি আরও জানান, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে। পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনায় সুয়ো-মোটো মামলা নিয়েছে।

আমতলীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু স্কুটি আরোহীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। বেপরোয়া গতি আবারও একটি তরতাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। পেছন থেকে বলেরো গাড়ির ধাক্কায় এক স্কুটি আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে আমতলি বাজার সংলগ্ন আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে বলেরো গাড়ির ধাক্কায় স্কুটি চালক সাধন পালের (৫১) মৃত্যু হয়েছে।

সাধন পাল একটি ইটভাট্টার ম্যানেজারের পদে কর্মরত ছিলেন। আজ দুপুরে টিআর ০১ একে ৬০২৫ নম্বরের স্কুটিতে চেপে কুমারীটিলার বাসিন্দা সাধন পাল আমতলি যাচ্ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, দুপুর আড়াইটা নাগাদ আমতলি বাজার সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে একটি বলেরো গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে স্কুটিতে ধাক্কা মারে। এতে স্কুটি চালক ছিটকে পড়েন। তখন গাড়িটি তাঁকে পিষে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ভট্টপুকুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। কয়েকদিনের ব্যবধানে আগরতলার ভট্টপুকুর এলাকায় ফের এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ভট্টপুকুর শুকতারা এলাকার স্থানীয় জনগণ প্রাতঃভ্রমণের সময় ওই মৃতদেহটি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

কয়েকদিন আগেই ভট্টপুকুর এলাকায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। আবারও মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আজ ভোরে স্থানীয় জনগণ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে শুকতারা এলাকায় রাস্তার ধরে রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পান। মৃতদেহ দেখে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন এডিনগর থানায়। খবর পেয়ে ছুটে এসে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, মৃতের ভাতিজা মৃতদেহটি শনাক্ত করেছেন। তাঁর নাম সুব্রত দাস। আগে এয়ারপোর্ট রোড এলাকায় থাকতেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরে বালুচর এলাকায় বসবাস করছিলেন। পুলিশের অফিসারটি জানান, পেশায় গাড়ি চালক ওই ব্যক্তির বসবাসের স্থায়ী কোনও ঠিকানা ছিল না।

এদিকে, পুলিশ ডগ স্কোয়াড এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ডেকে এনেছে। কোনও ক্লু এখনও পাওয়া যায়নি, তবে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ অফিসার। তাঁর কাছে জানা গেছে, মৃতের শরীরে একাধিক ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। তাছাড়া রাস্তায় প্রচুর রক্তের দাগও দেখতে পেয়েছেন তাঁরা। এতে ধারণা করা হচ্ছে, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে সুব্রত দাসকে খুন করা হয়েছে।

এলপিজি বাল্ক পরিবহণে চুক্তি ভঙ্গের প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আইওসিএলের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ এনে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দিল অল ত্রিপুরা এলপিজি ট্রান্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন। আজ থেকে বিশালগড় বটলিং প্ল্যান্টে ওই সংগঠন ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। ফলে, আগামীদিনে রাজ্যে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এলপিজি বাল্ক পরিবহণে আইওসিএলের সাথে অল ত্রিপুরা এলপিজি ট্রান্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের পাঁচ বছরের চুক্তি হয়েছিল। হলদিয়া বন্দর থেকে বাংলাদেশের ভেতর থেকে রাজ্যে এলপিজি বাল্ক পরিবহণের দায়িত্ব পেয়েছিল ওই সংগঠন। কিন্তু, সম্প্রতি আইওসিএল চুক্তি ভঙ্গ করে বাংলাদেশের একটি সংস্থাকে বরাত দিয়েছে। তাতেই এলপিজি ট্রান্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। সম্প্রতি ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের সংস্থার সাথে চুক্তি বাতিল করে তাদের বরাত পুনর্বহালের আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু, আখেরে কোন ব্যবস্থা না ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জস সংগ্রহকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারে সংঘর্ষে জখম মহিলা, পাল্টা মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ।। পানীয় জল সংগ্রহকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ৭নং ওয়ার্ডে। হামলায় এক মহিলা রক্তাক্ত হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে মামলা পাল্টা মামলা গৃহীত হয়েছে।পানিসাগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। শুখা মরশুমে পানিসাগর এলাকায় প্রতিবছরই পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেয়।

পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ৭নং ওয়ার্ডেও জল সঙ্কট রয়েছে। ওই এলাকার ১৭টি পরিবারের পানীয় জলের জন্য রয়েছে একটিমাত্র পাকা রিং ওয়েল। সেখান থেকেই ওইসব এলাকার লোকজনরা পানীয় জল সংগ্রহ করেন। রিং ওয়েলের কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দা সরকারি চাকুরিজীবী বিজয় নাথ মোটর দিয়ে রিং ওয়েল থেকে জল সংগ্রহ করেন। সাতসকালেই মোটর চালিয়ে জল সংগ্রহ করায় রিং ওয়েলের জল অপেক্ষাকৃত তলানিতে চলে যায়। এর ফলে অন্যান্য পরিবারগুলির পানীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারদ ১০ ডিগ্রীতে ঠান্ডায় জবুথবু রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে পড়েছে ত্রিপুরায়। বৃহস্পতিবার দিনের আলো ফুটতেই রাস্তাঘাট ছিল প্রচণ্ড কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তাপমাত্রা ছিল সর্বনিম্ন ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, রেকর্ডের ভিত্তিতে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আজ সকাল থেকেই রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে আগুন জ্বালিয়ে গরম তাপ নিচ্ছেন বহু মানুষ।

ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শীতকাল এসে পড়েছে। পৌষের সেই কনকনে ঠাণ্ডার অনুভতি আজ তেমন মানুষ বুঝতে পারেন না। জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শীতের আমেজও যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে। আবহাওয়া দফতর আগামী দুদিন ত্রিপুরায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করেছে।

আজ সকাল থেকেই কনকনে বাতাস বইছে। সন্ধ্যা হতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টিও পড়ছে। দিনের অধিকাংশ সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আগামীকালও ত্রিপুরায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়া দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই মরশুমের সম্ভবত আজ সবচেয়ে শীতলতম দিন ছিল। কারণ, পূর্বাভাস অনুযায়ী শীতের মরশুমে ত্রিপুরায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হতে পারে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পানীয় জলের দাবিতে কল্যাণপুরে রাস্তা অবরোধ প্রমীলা বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ ডিসেম্বর।। পানীয় জলের দাবিতে ক্ষুব্ধ প্রমীলা বাহিনী বৃহস্পতিবার সড়ক অবরোধ করেছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমাধীন কল্যাণপুর ব্লকের অমর কলোনির মহাদেব মন্দিরের সামনে তেলিয়ামুড়া-খোয়াই সড়কে সংগঠিত অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, কল্যাণপুরের অমর কলোনি এলাকার পানীয় জলের উৎসটি বেশ কিছুদিন যাবৎ নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানানোর পরও সারাইয়ের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ফলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ৯-টায় স্থানীয় মহিলারা মহাদেব মন্দিরের সামনে তেলিয়ামুড়া-খোয়াই সড়ক অবরোধে বসেন।

এ-বিষয়ে জনৈক অবরোধকারিণী বলেন, পানীয় জলের সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছি আমরা। এতে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং মহকুমাশাসকের অফিসেও একাধিকবার সমস্যা সমাধানের আর্জি জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আজ আমাদের রাস্তা অবরোধ করতে হয়েছে।

এদিকে, অবরোধের খবর পেয়ে মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা ছুটে আসেন। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে স্থায়ীভাবে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পাওয়ার পর অবরোধকারিণীরা বেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়মুড়ায় হাতির দলের মোকাবিলায় গিয়ে বনদস্যুদের আক্রমণের শিকার বনকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ ডিসেম্বর ।। বড়মুড়া পাহাড়ের পাদদেশে শুখা মরশুমের শুরুতেই নেমে আসতে শুরু করেছে হাতির দল। তাতে সমতল এলাকার মানুষজন আতঙ্কগ্রস্ত। উন্মত্ত হাতির তাণ্ডব মোকাবিলা করতে বনকর্মীরা এগিয়ে গেলে বনদস্যুদের হামলার শিকার হন। বন দপ্তরের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। বনদস্যুদের আক্রমণে দুই বনকর্মী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন বালুছড়া গ্রামে।

পাহাড়ে শুখা মরশুমে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় প্রতিবছরই হাতির দল সমতল এলাকায় নেমে আসে। হাতির তাণ্ডবে দিশেহারা কৃষক সহ সকল অংশের মানুষজন। হাতি তাড়ানোর জন্য গ্রামবাসীরা রাত জেগে পাহাড়া দিয়েও নিস্তার পাচ্ছেন না। বনকর্মীরাও বন্য হাতির তাণ্ডব মোকাবিলায় চেষ্টা চালাচ্ছেন।

এরই মধ্যে বুধবার বন্য হাতির তাণ্ডব মোকাবিলা করতে এগিয়ে গেলে বন দপ্তরের গাড়ি আটক করে ভাঙচুর ও বন কর্মীদের উপর হামলা চালায় কতিপয় বনজ সম্পদ পাচারকারীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বন দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিছিয়ে গেল নির্ভয়া মামলার পবনের আবেদনের শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্ট নির্ভয়া গণধর্ষণ ও হত্যার মামলার সাজাপ্রাপ্ত পবনের আবেদনের শুনানি স্থগিত রাখল। এদিন পবনের আইনজীবী এপি সিং আদালতকে শুনানি স্থগিত রাখার আবেদন করে বলেন, আরও কিছু তথ্য দাখিল করবেন।

এরপরে আদালত আগামী ২৪ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন। পবনের আবেদনে জানানো হয়েছে, ২০১২ সালের ডিসেম্বরে ঘটনার সময় তিনি নাবালক ছিল। আবেদনে আরও জানানো হয়েছে, তার বয়স যাচাই করার জন্য তাকে মেডিকেল পরীক্ষাও করা হয়নি। তাকে জুভেনাইল আইনাযায়ী বিচার পাওয়া উচিত। উল্লেখ্য, বুধবার পতিয়ালা হাউস কোর্টে দোষী চার জনকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ ও এনআরসির প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল দিল্লি, বন্ধ ১৭টি মেট্রো স্টেশন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র প্রতিবাদে অশান্ত ও উত্তাল হয়ে উঠল দিল্লির লালকেল্লা এলাকা-সহ রাজধানীর বেশ কিছু এলাকা। বিক্ষোভ থামাতে রাজধানীর বেশ কয়েকটি জায়গায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। তার মধ্যে রয়েছে লালকেল্লা চত্বরওঊ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে দিল্লিতে এদিন ১৭টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, জাশোলা বিহার, শাহীন বাগ, মুনিরকা, লাল কিলা, জামা মসজিদ, চাঁদনি চক, বিশ্ববিদ্যালয়, প্যাটেল চক, লোক কল্যাণ মার্গ, উদ্যোগ ভবন, আইটিও, প্রগতি ময়দান, খান মার্কেট, রাজীব চক, কেন্দ্রীয় সচিবালয় মেট্রো স্টেশন এবং মান্ডি হাউস। দিল্লি পুলিশের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (পিআরও) এম এস রান্ধওয়া জানিয়েছেন, 'প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ দিল্লি পুলিশকে সহযোগিতা করুন।'

প্রতিবাদ বিক্ষোভের সময় আটক করা হয় বহু কংগ্রেস ও বামপন্থী নেতাদের। দিল্লির রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় আটক করা হয় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিতকে। পাশাপাশি আটক করা হয় বিক্ষোভরত রামপন্থী নেতা ডি রাজা, সীতারাম ইয়েচুরি, নিলোতল বসু, বৃন্দা কারাট, প্রাক্তন জেএনইউ ছাত্র উমর খালিদকে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, 'দেশজুড়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছেঊ প্রতিটি দেশবাসীই ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমার অনুরোধ, এই আইন আনার পরিবর্তে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন।'

বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ লাল কেল্লা থেকে শহীদ ভগত সিং পার্ক (আইটিও) পর্যন্ত 'আমরা ভারতের নাগরিক' ব্যানারে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ওই মিছিলের অনুমতি দেয়নি দিল্লি পুলিশ। এছাড়াও দুপুর বারোটা নাগাদ সিএএ এবং এনআরসি-র প্রতিবাদে মান্ডি হাউস থেকে যন্তর মন্তর পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু, ওই মিছিলেরও অনুমতি দেয়নি দিল্লি পুলিশ। লাল কেল্লা এবং সংলগ্ন এলাকায় জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। সকাল থেকেই মোতায়েন ছিল প্রচুর সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। ১৪৪ ধারা ও পুলিশি নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করেই লাল কেল্লা এলাকায় জড়ো হতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। তখনই বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ। দিল্লির মান্ডি হাউস এলাকাও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আটক করা হয় বিক্ষোভরত রামপন্থী নেতা ডি রাজা, সীতারাম ইয়েচুরি, নিলোতল বসু, বৃন্দা কারাট প্রমুখকেঊ লালকেল্লার কাছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২২৪ ◘ ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ৩ পৌষ ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

চীনা হিন্দী ভাই ভাই

স্বাধীনতার পর ভারত প্রতিবেশী দেশ চীনকে ভাল বন্ধু হিসাবেই দেখিয়া আসিয়াছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু শান্তির বাণী এমনকি পঞ্চশীল নীতি বিশ্বব্যাপী প্রচার চালাইয়াছিলেন। তিনিই ডাক দিয়াছিলেন চীনা হিন্দী ভাই ভাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত তখন বিশ্বময়। বিশ্বব্যাপী শান্তির আকুতি। সম্রাট অশোকের ভারত, বৌদ্ধের ভারত, গান্ধীজির ভারত তো হিংসা বা যুদ্ধের পক্ষে নয়। অহিংসাই যেখানে ভারতের মূলমন্ত্র। তাই, স্বাধীনতার পরে পরেই ভারত প্রতিরক্ষায় জোর দেয় নাই। ধরিয়াই নিয়াছিল শান্তিই যেখানে সেখানে যুদ্ধাস্ত্র দিয়া কি হইবে। স্বাধীনতার প্রায় দেড় দশকে ভারতের গাদা বন্দুকই ছিল সম্বল। ১৯৬২ সালে চীন স্বমূর্ত্তি ধারণ করিল। নিরস্ত্র ভারতের উপর আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়া ঝাপাইয়া পড়িল। সেদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকে শুধু আর্তনাদ করিতেই দেখা গিয়াছে। প্রতিরক্ষায় কৃষি ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারত তখন প্রায় নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায়। চীনের সঙ্গে ভারতের জওয়ানরা গাদা বন্দুক নিয়াই প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা চালাইয়াছে। সেদিন চীনের লাল ফৌজ অরুণাচল প্রদেশ পর্য্যন্ত দখল নিয়াছিল। চীন ভারতকে শিক্ষা দিয়াছে ঠিকভাবেই। চীন আক্রমণ না হইলে ভারত ঘুরিয়া দাঁড়াইত না। চীনের ভারত আক্রমণ চোখ খুলিয়া দিয়াছিল জওহরলাল নেহরুদের। দেশ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল প্রতিরক্ষা উন্নয়নে। মাত্র তিন বছরের মাথাতেই ভারত সমর শক্তিতে অনেক বেশী শক্তি সঞ্চয় করিয়া বসে। ১৯৬৫ সালেই পাকিস্তানকে বিরাট শিক্ষা দেয় ভারত। তিন বছরেই ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি বিশ্ব প্রায় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। ৬৫ সালে পাকিস্তানের যুদ্ধের পরেই ছয় বছরের মাথায় আবার বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ করিতে হয় ভারতকে। তখনই গোটা বিশ্ব ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি সম্পর্কে অবগত হয়। একাত্তরের যুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। পাকিস্তানের একটি হাত পৃথক হইয়া যায়। যেদিন ভারতীয় জওয়ানরা যে শৌর্য্য বীর্যের পরিচয় দিয়াছে তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকিবেই। গত ষোলই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় দিবস পালন করে। এদিনই ভারতীয় মিত্র বাহিনীর হাতে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

কমিউনিষ্ট চীন বরাবরই পাকিস্তানকে মদত দিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময় চীন একেবারে খোলাখুলি ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। তীব্র বিরোধিতা করে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের। এই ভারতেও কমিউনিষ্ট পার্টি বিশেষ করিয়া সিপিএমও বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে ছিল না। অথচ এই সিপিএম নেতারাই মুক্তি যুদ্ধের সম্মাননা নির্লজ্জের মতো গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভারতে সিপিআই (এমএল) বা নকশালপন্থীরা তো প্রকাশ্যে স্লোগান দিয়াছে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। বন্দুকের নলই শক্তির উৎসব। সেই চীনপন্থী নকশাল এখন ইতিহাসের গর্ভে ঠাঁই নিয়াছে। চীনে গণতন্ত্রের লেশও নাই। তিয়ামেন স্কোয়ারে হাজার হাজার প্রতিবাদী ছাত্রদের নির্বিচারে গুলি করিয়া চীন বুঝাইয়া দিয়াছে তাহারা গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। সেই চীন পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলে। যে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেয়, যে পাকিস্তান ভারতকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করিতেছে। কিন্তু চীন বুঝিতে পারিতেছে না শত চিৎকার করিয়াও পাকিস্তানকে বিশ্ব দরবারে তুলিয়া ধরিতে পরিবে না চীন। কারণ বিশ্বের তাবড় শক্তিধর দেশ পাকিস্তানের পক্ষে থাকিতে উকালতি করিতে নারাজ। কাশ্মীর ইস্যুতেও পাকিস্তান প্রায় এক ঘরে। এই ইস্যুতে জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে দ্বিতীয়বারের মতো মুখ পুড়ল চীনের। মঙ্গলবার চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াংই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে কাশ্মীর ইস্যুর বিষয়ে জোর দিয়াছিল। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নিয়া বিবেচনার দাবী তুলেন। চীন পরিষদের স্থায়ী সদস্য। বন্ধু পাকিস্তানের বারবার অনুরোধে অতি সক্রিয় হইয়াছিল। চীনের প্রস্তাব নাকচ হইয়া যায়। কারণ রাশিয়া, আমেরিকা ও ফ্রান্স ভেটো প্রয়োগ করিয়া চীনের একক অপচেষ্টা বাতিল করিয়া দিয়াছে। কমিউনিষ্ট চীন বরাবরই ভারত বিরোধী। কিন্তু বিরোধীতা করিয়াও ভারতকে সাবুদ করা গেল না। এখনও সীমান্তে ভারতীয় এলাকা দখল করিয়া অশান্তি জিয়াইয়া রাখিয়াছে চীন।

উত্তরপ্রদেশে হিংসার ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

লখনউ, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের লখনউ, সাম্ভাল সহ একাধিক অঞ্চলে হিংসার ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকাদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন যে কড়া পদক্ষেপ নেবে বলে দাবি করেছেন তিনি। পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করায় মেরামতি টাকা যে বিক্ষোভকারীদেরই দিতে হবে তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মদতে রাজ্যে হিংসার পরিস্থিতি তৈরি করার চক্রান্ত চলছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কারও কোনও অসুবিধা হবে না। তা সত্বেও বিরোধীরা অপপ্রচার চালিয়ে হিংসা ছড়াতে চাইছে। বিক্ষোভের হিংসাত্মক কার্যকলাপকে কোনও ভাবেই রেয়াত করা হবে না। ভিডিও ফুটেজ যাচাই করে দোষীদের চিহ্নিত করা হবে। যারা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর চালিয়েছে এবং আগুন লাগিয়েছে সেই সকল দোষীদের সম্পত্তি বিক্রি করে ক্ষতিপূরণের অর্থ তোলা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে দাবি প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে রাজ্যপালের টুইট

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): নাগরিক সংশোধনী আইনের ব্যাপারে জনমত গ্রহণের দাবি তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যপাল টুইট করে সেই দাবি প্রত্যাহার করতে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানালেনঊ

আজ রানী রাসমণি এভিনিউয়ের প্রকাশ্য সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাগরিক সংশোধনী আইনের ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের দাবি তোলেনঊ রাজ্যপাল তাঁর টুইটে লিখেছেন, নাগরিক সংশোধনী আইনের সমর্থনে এবং বিরোধিতায় ক'জন আছেন, তা খতিয়ে দেখতে রাষ্ট্রসংঘ অথবা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মত কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রী জনমত যাচাইয়ের দাবি তুলেছেনঊ আমি তাঁকে অনুরোধ করব এই দাবি প্রত্যাহার করতেঊ রাজ্যপালের এই টুইটের ২৫ মিনিটের মধ্যেই ১০৭টি লাইক, ২৭ টি শেয়ার এবং ১৩ টি মন্তব্য আসেঊ

এর আগে আজ সকালে রাজ্যপাল আর একটি টুইটে বলেছেন, ২০১৯ সালের নাগরিক সংশোধনী আইনে কোনও দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ এই পরিস্থিতিতে আমি সবাইকে আবেদন করব শান্তির স্বার্থে হিংসা থেকে বিরত হতে মানুষকে যথে দুর্ভোগে না পড়তে হয়।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইননের প্রতিবাদে মিছিল বামেদের

কলকাতা,১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে উত্তাল বিভিন্ন জায়গাঊ বিভিন্ন জায়গায় চলছে মিছিলঊ বৃহস্পতিবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে তিলোত্তমায় মিছিল পা মেলালেন বামেরাও ঊ

মৌলালির রামলীলা ময়দান থেকে পার্কসার্কাসে গিয়ে শেষ হয় বামেদের মিছিলঊ সিপিআইএম ,সিপিআই সহ ১৭ টি বাম দল মিছিলে অংশ নেয় ঊ মিছিল চলাকালীন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, '১৭ টি বাম দল নিয়ে আজকের কর্মসূচির জন্য বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ঊ এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৬ , ১৭ , ১৮ সিএএ ও এনারসি-র প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা ঊ কলকাতায় বিভিন্ন জেলার কর্মীদের আজ এই বিষয়ে মিছিল করা হল

নাগরিকত্ব আইনের নামে দ্বিজাতি তত্ত্বের আমদানি

ফারুক আহমেদ

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে পদদলিত করে ভারতীয় সংবিধানের আত্মাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক বিভাজনমূলক নাগরিকত্ব অঅইন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রূপায়িত করার চাইছে তার বিরুদ্ধে সারা দেশে ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে। এই বিদ্বেষমূলক আইনের প্রতিবাদে যেসমস্ত মানুষ স্বতঃস্ফূত বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, তাদের সকলের কাছে আবেদন আইন হ াতে তুলে নেবেন না। দেশের মানুষের কল্যাণে সভা সমাবেশ বিক্ষোভ আন্দোলনকে ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌছে দেবার জন্য আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব জরুরি। আমরা জানি, সামনের দিনগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে অখন্ড স্বাধীন ভারতকে রক্ষা করতেই হবে। এটাই হোক আমাদের জান মান নিয়ে বাচার অগ্নিশপথ। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন--- গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করুন, কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। ছপথ অবরোধ, রেল অবরোধ করবেন না। সাধাড্গ মানুষের ভোগান্তি বরদাস্ত করা হবে না। যারা গন্ডগোল করছেন, রাস্তায় নেমে আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন, তাদের কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না। বাসে আগুন লাগিয়ে, ট্রেনে পাথর ছুঁড়ে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে, আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হগবে। নতুন নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসির বিরুদ্ধে উদার সহিষ্ণু ভারতের কোটি কোটি মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সংবিধানকে সামনে রেখে সভা সমাবেশ করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। বিভেদকামী ও প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। বিভেদকামী সরকারের পতন সুনিশ্চিত করতে জনতা ঐক্যবদ্ধ। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ঐক্যবদ্ধ। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল। মহম্মদ আলি জিন্না বলেছিলেন, হিন্দু আর মুসলমান

দুটি পৃথক জাতি, তাই দুটি আলাদা দেশ হওয়া দরকার। হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকারও একই নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ভারতের সংবিধান প্রণেতারা জিন্না বা সাভারকারের পথ নেননি। তারা ভারতবাসীকে এখটি ধর্মনিরপেক্ষ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন। ক্বিতু স্বাধীনতার ৭২ বছর পর সেই সংবিধানের অস্বীকার করে মহাত্মা গান্ধী থেকে বাবা সাহেব আম্বেদকরের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্যাব এর নামে দ্বিজাতিত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহের সরকার। নাগরিকত্ব আইন সিএএ পাশ করেছে ঠিকই, কিন্তু বিভাজনের রাজনীতির ঘৃণ্য পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে বিজেপি সরকার কতটা সফল হবে তা কিন্তু সময় বলবে। কারণ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে রক্ষা করতে দেশবাসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আরএসএস তথা হিন্দু মহাসভার নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিথা করেছিলেন, দেশ বিভাজনের মূল ছিলেন তারাই। আজ তাদের উত্তরসুরিরা আমাদের দেশপ্রেম শেখাচ্ছেন। এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কি হতে পারে। যারা বিভাজনের রাজনীতিতি বিশ্বাস করে তারা দেশের সাধারণ মানুষের কনখনও কল্যাণ করতে পারে না, তা আমরা দেকছি কল্যাণ করতে প ারে না, তা আমরা দেখছি নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ স রকারের শাসনকালে। চিটিংবাজ ব্যবসায়ীরা দেশের হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা লুঠ করে বিদেশে পালিয়েছেন, তাদেরকে ধরে আনতে বিজেপি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কালো টাকা ফেরত আনতে পারেনি মোদির স রকার। সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ঢুকিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদি। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদি এই প্রতিশ্রুতিও পূরণ করতে পারেননি। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ফলে প্রতিদিন সাধারণ মানুষ নিঃশব্দে শেষ হয়েছেন এবং হচ্ছেন। নোটবন্দি থেকে জিএসটির মতো অবিমুষ্যকারী পদক্ষেপে সারাদেশের অর্থনীতি আজ ধ্বংদ্বেসর কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। নরেন্দ্র মোদির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনও বক্তব্য নেই, ধর্মের বড়ি খাইয়ে গোটা দেশকে আজ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে চলেছেন। দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চরমভাবে ব্যর্থ মোদি সরকার। বিগত ৪৫ বছরের পরিসংখ্যান বেকারত্ব সর্বেচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। সাধারণ মানুষ দিন দিন দিশেহারা বোধ করছে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে উপযুক্ত রোজগারের সুযোগসুবিধা থেকে অসংখ্যা মানউষ বঞ্চিত হচ্ছেন। এসবের প্রতিকারে নরেন্দ্র মোদর সরকার নিশ্চুপ।

দেশের নাগরিকদের হাজার সমস্যার সমাধান করতে না পেরে অন্য দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে সংবিধান বিরোধী নতুন নাগরিকত্ব আইন হাজির করে নরেন্দ্র মোদি সরকারের কী বার্তা দিতে চাইছে তা বুঝতে হবে। বারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য যে মূল্যবান সম্পদ তা দেশবাসী কখনও ভুলতেই পারবে না। তাই দেশের জনতা নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে অন্দোলন করছেন। গণতন্ত্র ও সংবিদান আজ বিভেদকামী রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ধ্বংস হ চ্ছে। গণতন্ত্র ও সংভিধান বাঁচাতে দেশের সাধারণ নাগরিকদের আরও সচেতন হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে, বিভেদকামী শক্তির অবসান ঘটাতে। অনেক বছর পেরিয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজও আমরা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ভারত গড়ে তুলতে পারিনি। দেশজুড়ে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, সম্প্রীতির বন্ধন আগ্রাহ্য করে বেড়ে চলেছে হানাহানি। দেশের মানুষদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তোলার যে অশুভ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে তা যতই আমরা মুখে সম্প্রীতির বার্তা শোনাই না কেন, সব আয়োজন গঙ্গার ভাঙনের মতো তলিয়ে যাবে। অমরা ছদ্ম ধর্মীনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিতে চাই। প্রকৃত ধর্ম বোধে যারা বলীয়ান তাদের স্বাগত জানিয়ে সকলে মিলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে চাই।

আমরা বঞ্চনা চাই না। যে বঞ্চিত, সে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান হোক আর মসুলমানই হোক, সে আমাদের দুঃখের সমভাগী। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে দলিত ও সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনা অনেক বেশি ঘটছে। লাভ জেহাদ ও গোরক্ষার নামে অসহায় সাধারণ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। যা চোখে দেখা যায় না। সেই সব দৃশ্য আদি ভারতবাসীদের চোখে জল আনছে। বিভেদকামী শক্তি বিভাজন, জাতিবিদ্বেষ ছড়িয়ে সংখ্যালঘুদের প্রতি যে ঘৃণা অবজ্ঞা পোষণ করছে তার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে এখসঙ্গে লড়াই করতে হবে। বিভেদকামী নীতির অশুভ প্রয়াস বন্ধ করতেই হবে। মুসলমানদের শত্রু বানানোর প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে জনতার ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। হিন্দু সম্প্রদায়ের উদার মানুষজন সর্বদা ভারতের কল্যাণে এবং সংবিধান রক্ষা করতে মুসলমানদের আগলে রেখেছেন। আগামী দিনেও ভারতকে পথ দেখাবে । উভয় সম্প্রদায়ে.র মানুষজন। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ভারতের শুভবুদ্ধির মানুষের এগিয়ে আসছেন। আমরা যেন কখনই ভুলেন। যাই, মিশ্র সংস্কৃতিই আমাদের অর্জিত বৈভব, তা আমরা রক্ষা করবই।

সৈজন্যে : দৈঃস্টেঃ)

প্রবীণদের কল্যাণের রূপরেখা

রমাপ্রসন্ন দত্ত

দেশের স্বাধীনতার বয়স ৭২ বছর। জনসংখ্যা ৩৩ কোটি থেকে ১২৫ কোটি অতিক্রম করেছে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ হচ্ছেন প্রবীণ প্রবীনরা। গড় আয়ু বাড়ছে স াম্প্রদায়িক সমীক্ষায় দেকা গিয়েছে যদি পিতামাতা ৭০ হাবছর পর্যন্ত নীরোগ শরীরের অতিবাহিত করেন তাতের পুত্রকন্যারা ৮০ বছর পর্যন্ত আয়ু পেয়ে থাকেন। এচাড়া বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি এবং রোগ প্রতিরোধের আধউনিক পদ্ধতি মানুষকে দীর্ঘায়ু করেছে। আজকাল কি শহরে কি গ্রামে মানুষ প্রায়ই ৮০ বছর াতিক্রম করছেন। দূরদর্শনের এক সাক্ষাতকারে এক রোগী মানুষকে ১২০ বছরের সম্প্রতি দেখা গেলসুস্থ শরীরে। আজকাল মানউষ যদি সকল প্রকার নেশামুক্ত, সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাপরায়ন জীবনযাপন করেন তবে গড়ে আয়ু বাড়বেও বাড়ছে। স্বাধীনতার সময় ১৯৪৭ সালে আমাদের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৩৭ বছর। সেখানে আজকের দিনে গড় আয়ু ৮০ বছর। পারিবারিক জীবনে আমূল পরিবর্থন হয়েছে।বাবা ও মা ও এক বা দুই সন্তান নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনু পরিবার। অধিকাংশ পরিবাবেপ্রবীণ মা ও বাবা থাকেন না বা বলা যায় রাখা হয় না। কর্ম উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ছে ছেলেমেয়েরা। তাই বাবা মা বৃদ্ধ বয়সে হয়ে পড়েছেন সম্পূর্ণ একা। এদের একজনের বিয়োগে অসহায় হয়ে বাস করেন অন্যজন। প্রবীণদের ওপর পারিবারিক পীড়ন ও বেড়েই চলেছে। তাদের অর্থ, নেই তারাও অত্যাচারিত হচ্ছেন। শুনলাম গড়িয়ায় একা থাকতেন এক বৃদ্ধ। তার পচা গলা দেহ পাওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে যখন প্রতিবেশীরা দুর্ঘন্দ পেলেন তখন জানা গেল তিনি মারা গিয়েছেন। সে জন্য একা বৃদ্ধ বয়সে থাকা নেক অসুবিধার, সেজন্য খোঁজ করা হয় বৃদ্ধাবাসের। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি বৃদ্ধাবাস মাত্র একটি। কিন্তু পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষা আইনে বলা হচ্ছে প্রতি জেলা ১০০ জনের এখটি বৃদ্ধাবাস স্থাপন করতে হবে। তা যে কবে বাস্তবায়িত হবে জানা নেই। একদিনে সরকারি উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় করা হয় তবেই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। বেসরকারি বৃদ্ধাবাসে স্থান নেই। দীর্ঘদিন প্রতিক্ষীয়া থাকতে হয় বৃদ্ধাবৃদ্ধাদের। কবে যে সেখানে স্থঅন পাবেন বৃদ্ধাবাসের পরিচালকরা তা বলতে পারেন না। একটি আসন খালি হয়, এখজনের মৃত্যুর পর। শতাধিক আবেদনপত্র জমা থাকে একেটি বৃদ্ধবাসে স্থান পাওয়ার জন্য কলকাায়বিরাট সমস্যা। বাড়িতে জায়গা নেই, সন্তানের বৃদ্ধ মা-বাবার দায়িত্ব নিতে চায় না। আবার কারও সন্তান বিদেশে থাকে, একা থাকার অসুবিধা তাই প্রয়োজন বৃদ্ধাবাস। আবার অনেক নিঃসন্তান শরীরের জোর কমে যাওয়ায় আর একা থাকার ভরসা করতে পারেন না। অবশ্য একথা ঠিক যে যত চাহিদা সে অনুপাতে বৃদ্ধাবাস অনেক কম। তাই স্থান পাওয়া খুব কঠিন। আর বৃদ্ধাবাসের মান ও পরিষেবা প্রদান দেখার কোনও সরকারি ব্যবস্তা নেই। যতদিন যায় চাহিদার তুলনায় বৃদ্ধাবাস কম থাকায় খরচ বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথাও ৫ লক্ষ এককালীন সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হয়। তারপর মাসিক খরচ ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। খবর নিয়ে জানা গেল, আবাসিকদের কোনও অসুখ করলে খরচ নিজেকে বহন করতে হবে, আবাস থেকে কোনও খড্চ করা সম্ভব নয়। এমন কথাও শুনতে হল যদি আবসিকদের হাত পা ভেঙে দুই থেকে তিন লাখ টাকা খরচ লাগে তার এই ব্যয় বহন করতে পারেন না। অনেক বৃদ্ধাবাসে স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যবস্থা নেই। সেজন্য অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আলাদা বৃদ্ধাবাসে বসবাস করছেন আর পরলোকে যাওয়ার জন্য দিন শুনছেন এমন অনেকেই অছেন। সমাজবিজ্ঞানীদেরন্ত্র মতে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাও ?য় তাদের চাহিদামতো হাসপাতালে প্রচন্ড ভিড়। সারাটা দিন অপেক্ষা করতে হয় বর্হিবিভাগে চিকিৎসার জন্য।এসব প্রবীণ প্রবীণাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এর জন্য বিশেষ করে জোর দেয়া প্রয়োজন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র সীমার নিচে যে সমস্ত প্রবীণ মানুষ বাস করেন তাদের জন্য পরিকল্পিত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। চিকিৎসার খরচ বহন করবেন। সরকারি হাসপাতালে প্রচন্ড ভিড়। সারাটা দিন অপেক্ষা করতে হয় বর্হিবিভাগে চিকিৎসার জন্য। এসব প্রবীণ প্রবীণাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এর জন্য বিশেষ করে জোর দেয়া প্রয়োজন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র সীমার নিচে যে সমস্ত প্রবীণ মানুষ বাস করেন তাদের জন্য পরিকল্পিত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্তা করা। চিকিৎসার

জন্য এসব মানুষের অনেক কম অর্থ নেয়া প্রয়োজন। প্রতিটি চিকিৎসা কেনেদত্মর চিকিৎসা এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবেন তবেই এই সকল দরিদ্র মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। ওযুধের খরচও অনেক কমানো দরকার। চিকিৎসা পেশায় যুক্ত ব্যক্তিরা অনেকটা মানবিক দৃষ্টি নিয়ে এ বিষয়ে দেখলে সাধাড্গ মানুষেডমঙ্গল হবে। শ্রদ্ধে ? বিধানচন্দ্র রায়ের মতো সেবার মনোভাব নিয়ে দরিদর নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ চিন্তা করে কাজ করা চিকিৎশক সমাজের এখান্ত প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি পরিবহন ব্যবস্থায় প্রবীণদের আরও ভালো ব্যবস্থা রাখা পএয়জান, প্রতিটি বাসে অন্তত ছয়টি আসন রোজগার শুরু থেকে এই প্রকল্পে তারা যোগ দেন। এজন্য প্রতিমাসে সদস্য হওয়ার জন্য একটি পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। সরকারি ও বেসরকারি পরিবহন ব্যবস্থায় প্রবীণদের আরও ভালো ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন, প্রতিটি বাসে অন্তত ছয়টি আসন প্রবীণদের জন্য রাখা দরকার। এখন দেখা যায় প্রতিটি পরিবহনে চার থেকে পাঁচজন প্রবীণ মানুষ কষ্ট সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকেন। কারণ মাত্র দুটি বসার আসন থাকে। কিন্তু কিছুদিন আগেও চারটি করে আসন ছিল প্রবীণদের জন্য। এ বিষয়েমেট্রো ট্রেনে বসার ব্যবস্থা প্রবীণদের জন্য অনেক ভালো। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকাল ট্রেনে বসার জন্য প্রবীণদের কোনও আসন থাকে না। যার ফলে অনেক কষ্ট সহ্য করে তাদের যাতায়াত করতে হয়। এর প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী প্রবীণরা যাতে হুইল চেয়ারে স হ বাসে যাতায়াত করতে পারেন তার ব্যবস্থা আমাদের দেশে থাকা দরকার, বিদেশে উন্নত পরিববন ব্যবস্থায় এই সুযোগ আছে। আমাদের দেশে দরকার, বিদেশে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থায় এই সুযোগ আছে। আমাদের দেশে অবিলম্বে তা চালু করা প্রয়োজন। আমরা অশা করতে পারি, এইরাজ্যে জনপ্রিয় কন্যাশ্রী প্রকল্প যেভাবে সাফল্য লাভ করেছে, সে ভাবে প্রস্তাবিত বৃদ্ধশ্রী প্রকল্প আছে তার ভালো দিকগুলি আমরা গ্রহণ করতে পারি। এর জন্য নবীন বয়সে প্রবীণদের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। প্রতিটি জেলা, মহকুমা বৃদ্ধাবাসের ব্যবস্থা করা দরকার। উন্নত দেশগুলি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে প্রবীণদের ব্যাপারে কেমন সফল হয়েছে তা অনুধাবন করতে হবে। বিদেশিদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, তরুণ বয়সে রোজগার শুরু থেকে এই প্রকল্পে তারা যোগ দেন। এজন্য প্রতিমাসে সদস্য হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশে যদি আয়ের ১ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষা কর বাবদ ধার্য করা হয় এই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প আমাদের দেশে চালু করা যায়।চাই সদিচ্ছা আর বিরাট সমস্যা মোকাবিলা করা কার্যকরী ব্যবস্থা। এজন্য বিশ্বের উন্নত দেশগুলি থেকেই এর পথ নির্দেশিকা পেতে পারি, অন্যান্য দেশের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করতে পারি। সমাজে উচ্চ ও নিম্নবিত্তের সফল প্রবীণ প্রবীণাদের প্রয়োজন সামাজিক সুরক্ষার ছাতার নীচে তৈরি করেছেন অনেক দিন আগে, কিন্তু সেটির আধুনীককরণ করেছেন অনেক দিন আগে, কিন্তু সেটির আধুনীককরণ অবিলম্বে প্রয়োজন। আমরা আশা র াখব, রাজ্য সরকার অবিলম্বে স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান ফর এল্ডার পার্সনস প্রস্তুত করে প্রবীণদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে সর্বপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমরা যদি প্রাচীন ব্যবস্থার দিকে তাকাই দেখব একান্নবর্তী পরিবারে সকলে একত্রে থাকতেন, ছোটোখাটো অসুবিধা হলেও প্রত্যেকে আমরা অপরের জন্য এই ধারণাটা ছিল। শিড়' বিপ্লব ও দেশভাগের পর যৌথ পরিবারের ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়। কাজের খোঁজে জীবিকার সন্ধানে মানুষ বহু দিকে ছড়িয়ে পড়তেথাকেন। আর ওখানেই দেখা দেয় অনু পরিবার হাম দো হামলরা দো এই ধারণা। ক্রমে একটি সন্তান অতি যত্নে লালিত হয়ে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে। বড়ো হয়ে বাবা মা তার কাছে পর হয়ে যাচ্ছেন। এই জন্য বৃদ্ধাবাসই বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শেষ অবলম্বন। কিন্তু সেখঅনেও ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী। দেখতে দেখচে ছুটি যুগ পার করে পরিবর্তনটা বিশেষভাবে চোখে পড়েছে। এটা মনে রাখতে হবে ষাট বছর বয়সের পর একটা অতি দীর্ঘ সময় যাতে আনন্দে ও স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত করা যায় তার ব্যবস্থা যৌবনকাল থেকে করতে হবে নতুবা প্রবীণ অবস্থায় জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে পড়বে। আমি সরকারের থেকে বা কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে কি সুবিধা পাব সেটা না ভেবে মানুষ হিসেবে নিজের দীর্ঘ জীবনের পাথেয় নিজেকেই ব্যবস্থা করতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবসে এটাই হোক প্রবীণদের ভাবান ও সংকল্প।

সৈজন্যে : দৈঃস্টেঃ)

ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধন আইনে আঞ্চলিক সম্প্রীতি বিনষ্টের শংকা : হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৯।। ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে ভারতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাস হওয়ায় উভয় দেশে সংখ্যালঘুদের ক্ষতির পাশাপাশি উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা করছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট।

সম্প্রতি পাস হওয়া আইনটির বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে বিক্ষোভে সংহতি জানাতে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ শংকার কথা তুলে ধরেন বিএনপির সহযোগী সংগঠনটির আহ্বায়ক গৌতম চক্রবর্তী।লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন,আইনটি ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে করার ফলে উভয় দেশের সংখ্যালঘুরা আতংকিত হবে এবং সংখ্যাগুরুদের মধ্যে দুঃখবোধের জন্ম হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।একইসঙ্গে ভারতে বসবাসরত নাগরিকত্বহীন সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যেও আতংক সৃষ্টি হবে এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশে অনুপ্রবেশের প্রবণতা দেখা দেবে। এই আইনে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে যাওয়া হিন্দুদের লাভ হলেও এদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের লাভের সম্ভাবনা কম।উভয় দেশে সংখ্যালঘুদের ক্ষতির আশংকা থাকতে পারে, এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে এবং ধর্মীয় বিভাজনের সহায়ক হবে।

এই বিএনপি নেতা বলেন, এই আইনের কারণে বাংলাদেশে সামান্য ঘটনা ঘটলেই দেশত্যাগের প্রবণতা বাড়বে। সহজেই ভারতীয় নাগরিক হওয়ার ও নিরাপত্তার আশায় ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাদবে। ফলে এক সময় দেশে হিন্দুর সংখ্যা আংশকাজনক হারে কমে যাবে।ভারতের লোকসভায় নাগরিকত্ব আইন উপস্থাপনকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেওয়া বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন,একটি সরকারের সময়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন এবং দেশত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এতে সত্যকে আড়াল করা হয়েছে।ফলে বর্তমান সময়ের চিত্র এবং অতীতের সকল সময়ে ঘটনাসমূহ উল্লেখ না করাতে অপরাধ প্রবণতা ও ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ বিচার না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকবে।গৌতম বলেন, আমি বলতে চাই, স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি ধর্মীয় সংখ্যলঘুদের ওপর অত্যাচার, সম্পদ দখলের ঘটনা এবং সেই কারণে দেশ ত্যাগের প্রবণতা কমবেশি বিদ্যমান।এর পেছনের কারণ হিসেবে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের ঘটনাসমূহের প্রতিকার ও বিচার না হওয়াকে দায়ী করে তিনি বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য, কোনো ঘটনা ঘটলেই রাজনৈতিক দলসমূহ একে অপরকে দায়ী করে। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধগুলো চাপা পড়ে যায়।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, সম্পদ দখল, মন্দির ধ্বংস, মন্দিরের জায়গা দখল, নারীদের ওপর অত্যাচার ও দেশ ত্যাগের ঘটনা ধারাবাহিকভাবে কমবেশি সকল সময় চলতে থাকে উল্লেখ করে গত ১০ বছরে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের চিত্র বিশেষ করে রামু বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগর পাবনার সাঁথিয়ায় হিন্দু মন্দির ভাঙ্গাসহ বাড়ি-ঘর ভাংচুর, ঠাকুরগাঁও ও ফরিদপুরে সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর দখল, পুরান ঢাকায় বিশ্বজিত হত্যাকা-, গোপালগঞ্জে সাধু পরমানন্দ হত্যাকা-ের ঘটনা সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট। সংগঠনের উপদেষ্টা নিতাই রায় চৌধুরী, অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়া, বিজন কান্তি সরকার, সদস্য জন গোমেজ, অমেলেন্দু দাশ অপু, রমেশ দত্ত, দেবাশীষ রায় মধু, তরুন দে, বিশ্বজিত ভদ্র ও উত্তম কুমার বক্তব্য দেন।

রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধার নাম থাকা গুরুতর অপরাধ: ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৯।। রাজাকার বা স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকায় অজ্ঞানতাবশত কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতাবিরোধীর নাম বাদ পড়তে পারে কিন্তু রাজাকারের তালিকায় কোনো মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ পরিবারের কারও নাম যুক্ত হওয়া শুধু ভুল নয় বরং গুরুতর অপরাধ বলে মন্তব্য করেছেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির।

বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।তিনি বলেন, রাজাকার বা স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকায় অজ্ঞানতাবশত কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতাবিরোধীর নাম বাদ পড়তে পারে কিন্তু রাজাকারের তালিকায় কোনো মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ পরিবারের কারও নাম যুক্ত হওয়া শুধু ভুল নয় বরং গুরুতর অপরাধ। একইসঙ্গে এই বড় মাপের কাজটি শুধুমাত্র আমলাদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষকদের এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হোক।এ ধরনের অপরাধের জন্য কারা দায়ী তা তদন্ত করার জন্য বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের দাবি জানান দেশের খ্যাতনামা এই লেখক ও সাংবাদিক।লিখিত বক্তব্যে শাহরিয়ার কবির বলেন, আমরা সব সময় বলেছি, বাংলাদেশে অধিকাংশ সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতায় ছিল স্বাধীনতাবিরোধী, গণহত্যাকারী এবং তাদের দোসররা। ক্ষমতায় থাকার সুবাদে মুক্তিযুদ্ধের বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তারা নষ্ট অথবা বিকৃত করেছে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর থেকে এখনো তাদের অনুসারীদের হটানো যায়নি। যে কারণে আমাদের দাবি ছিল, রাজাকারদের তালিকা প্রণয়ন, বধ্যভূমি শনাক্তকরণ কিংবা শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজের দায়িত্ব আমলাদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে এর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষকদের যুক্ত করা উচিত। আমরা আশা করবো, আমাদের প্রস্তাবিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন এ বিষয়েও তাদের বক্তব্য প্রদান করবে।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন করা প্রয়োজন। স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকা প্রণয়ন সহজ করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি ১৮টি ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের প্রমাণ না থাকার কারণে ১৯৭৩ সালে যারা সাধারণ ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিল তাদের এই তালিকা থেকে বাদ রাখা যেতে পারে। তবে সে সময় আত্মগোপনে কিংবা দেশের বাইরে থাকায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতাবিরোধী ও গণহত্যাকারীদের গ্রেফতার করা যায়নি, তাদের নাম অবশ্যই তালিকায় থাকতে হবে। তালিকায় অপরাধীদের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানাসহ তারা কোন ঘাতক সংগঠনের সদস্য ছিল তার উল্লেখ এবং অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণও থাকা প্রয়োজন।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, রাজাকারের তালিকা স্থগিত করার পরও উচ্চমহল এ বিষয়ে যেসব কথা বলছেন, তা অনভিপ্রেত। আমার মনে হয় যারা এই তালিকা করেছেন তারা এখনো এই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারেননি। রাজাকারের তালিকা শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিকভাবে করা সম্ভব নয়, সিভিল সমাজের সঙ্গে কাজ করতে হবে। আর মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় একের পর এক যেভাবে অনিময় করে যাচ্ছে তা খুব সহজে মেনে নেওয়া যায় না। প্রয়োজনে এই তালিকা ধাপে ধাপে করা হোক, তবু তা যেন নির্ভুল হয়। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ইতাহাস বিষয়ক স্থানীয় বিভিন্ন বই থেকেও এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানার আছে। সেসময়ের গেজেটগুলো থেকে রাজাকারের তালিকা পাবার জায়গা আছে। সেগুলো এই কাজকে আরও সহজতর করবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন- একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সহ-সভাপতি নাসরিন চৌধুরী, রাজাকারের তালিকায় নাম আসা মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট আব্দুস সালামের কন্যা জুলফিয়া বেগম বুলু, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ মির্জার কন্যা সেলিনা মির্জা মুক্তিসহ কমিটির অন্য সদস্য এবং বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান।স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে ১০ হাজার ৭৮৯ জন রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত এই রাজাকারের তালিকায় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নাম আসলে সমালোচনার মুখে শেষ পর্যন্ত তা স্থগিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী দেশকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছেন গোলাম মোহাম্মদ কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৯।। রাজাকারের তালিকা প্রত্যাহার করে প্রধানমন্ত্রী দেশ ও জাতিকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের।

বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে চেয়ারম্যানের বনানী অফিসে লিয়াকত হোসেন খোকাকে প্রেসিডিয়াম সদস্য ও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক পার্টির সভাপতি নির্বাচিত করায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের ইউপি সদস্যরা জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাতে গেলে তিনি একথা বলেন।গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেন, রাজাকারের তালিকা নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর সাংবাদিকরা আমাকে প্রশ্ন করেছিল। তখন বলেছিলাম তালিকা না দেখে কোনো মতামত দেবো না। তবে সার্বিকভাবে আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলাম, কারণ এটার বিপক্ষে আমাদের অবস্থান নেই। তিনি বলেন, এ তালিকার তথ্য-উপাত্ত দেখে মনে হলো প্রথমেই রাজাকারের তালিকা গ্রহণযোগ্যতা হারালো। এটা সারা জাতির মধ্যে দ্বিধা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। পুরো জাতিকে একটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম তালিকাটা প্রত্যাহার করলে ভালো হয়। গতকাল প্রধানমন্ত্রী রাজাকারের তালিকা প্রত্যাহার করতে বলেছেন, আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তিনি আরও বলেন, রাজাকারের তালিকা প্রত্যাহার করে প্রধানমন্ত্রী দেশ ও জাতিকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমরা আশা করবো এ ধরনের কার্যক্রম নেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করা হবে। রাজাকারের তালিকা যেন হয় তথ্যভিত্তিক। কোনো রকম ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও দলগত স্বার্থ বিবেচনায় যেন রাজাকারের তালিকা করা না হয়। এ তালিকা যেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ঐতিহাসিক দলিল হয়।জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেন, জাতীয় পার্টি ঐক্যবদ্ধ। জাতীয় পার্টির মতো ঐক্য আর কোনো দলেই নেই। তাই জাতীয় পার্টি এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। জাতীয় পার্টি পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আদর্শ বুকে ধারণ করে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করবে। কোনো অপশক্তিই জাতীয় পার্টির জয়রথ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক পার্টির সভাপতি লিয়াকত হোসেন খোকা বলেন, পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আমাদের কাছে পিতৃতুল্য। আমরা পল্লীবন্ধুর মতোই দেশের হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাবো।২৮ ডিসেম্বর জাতীয় পার্টির জাতীয় সম্মেলন সফল করতে

ছয়ের পাতায়

১০ লাখ ভারতীয় বাংলাদেশে কাজ করে : মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৯।। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ১৯৭১ সালের পর এ দেশের মানুষ ভারতে কেন যাবে? তারা আমাদের চেয়ে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত নয়। তাদের ১০ লাখ মানুষ আমাদের দেশে কাজ করে। ভারতের বৈদেশিক আয়ের দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। এ সরকার বিদেশিদের পদলেহন করছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ক্ষমতায় থাকার জন্য তারা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। তারা জনগণের নয়, নিজেদের স্বার্থে কাজ করছে। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ ঠিক রাখতে হবে। আমাদের স্বার্থ বাদ দিয়ে অন্যের স্বার্থ চরিতার্থ করা যাবে না। আমরা তিস্তার পানি পাই না, সীমান্তে আমাদের দেশের মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু এর বিচার হচ্ছে না।

বৃহস্পতিবার বিকেলে নরসিংদীতে এক স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় আবদুল মঈন খানের বাবা ও দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মরহুম আবদুল মোমেন খানের ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ স্মারণসভার আয়োজন করা হয়। খালেদা জিয়া মুক্ত না হলে গণতন্ত্র মুক্ত হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ সরকার তাকে (খালেদা জিয়া) ভয় পায়। তিনি কারাগারের বাইরে থাকলে আওয়ামী লীগ এসব অন্যায়-লুটপাট করতে পারতো না। বিএনপিকে মুক্তিযোদ্ধাদের দল উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, এ সরকার রাজাকারকে মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিযোদ্ধাকে রাজাকার বানাচ্ছে। তারা যে মুক্তিযুদ্ধের সরকার সরকার করে, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ই তো বানিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতাও স্বাধীনতার ঘোষক। তিনি বলেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে গণতন্ত্র। দেশে এখন গণতন্ত্র নেই। সেই চেতনাকে নিয়ে আমরা লড়াই করছি। দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত না করলে এদেশে গণতন্ত্র মুক্ত হবে না। কারণ গণতন্ত্র এবং খালেদা জিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি সেই ব্যক্তি, সেই নেত্রী, যিনি সারাটা জীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, লড়াই করেছেন। বর্তমান সরকারকে অবৈধ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিজয় অবশ্যই হবে, বাংলাদেশের মানুষ কখনও কোনো আন্দোলনে পরাজিত হয়নি। আজকে আমরা ন্যায়ের পথে আছি, সত্যের পক্ষে আছি, তাই বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আমরা খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন দেয়ার জন্য বর্তমান সরকারকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অন্যথায় সময় পাবেন না।

এ সময় প্রধান আলোচক জেএসডি সভাপতি আসম আব্দুর রব বলেন, এ সরকার স্বৈরাচারী সরকার। একে হটাতে হলে দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গণআন্দোলন তৈরি করতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকার বার বার আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। ১৯৭৩ সালে এই নরসিংদীতেই আমার মিছিলে নির্বিচারে গুলি করে তিনজনকে হত্যা করে। এ ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। আবদুল মোমেন খান স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে নরসিংদী সিঅ্যান্ডবি রোডের বধূয়া কমিউনিটি সেন্টারে স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় আবদুল মঈন খান।

বিজেপি সমর্থকের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে

নানুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপি সমর্থকের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের।

নানুর থানার উচকরণ গ্রাম পঞ্চায়েতের আটগ্রামে এক বিজেপি সমর্থক রাজেশ দাসের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করে শাসকদলের পাল্টা অভিযোগ, নবান্ন উৎসবের টাকাপয়সা নিয়ে গণ্ডগোল থেকে এই আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা রাজেশ দাসকে মারধর করে ও হুমকি দেয়। তারপরই বুধবার রাতে তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

রাজেশ দাস বা তার পরিবারের শারীরিক কোনও ক্ষতি না হলেও সম্পূর্ণ বাড়িটি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। গ্রামে থাকতে গেলে বিজেপি করা যাবে না, তৃণমূলই করতে হবে বলে শাসানি দেওয়া হতো বলে জানান রাজেশ দাসের পরিবারের সদস্যরা।

রাজেশ দাস জানান, "যারা আগুন লাগিয়েছে তারা তৃণমূল করে। আমি বিজেপি করি এই কারনেই আগুন লাগানো হয়েছে"

এদিকে এলাকার তৃণমূল নেতা সৌরেন রায়ের দাবি, "এরকম কোন ঘটনা এখানে হয়নি। নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে এই ঝামেলা। যা হয়েছে নিজেদের মধ্যে টাকা পয়সা নিয়ে।আমাদের গ্রামে যে যা খুশি দল করতে পারে কোনো বাধা নেই।আগুন লাগানোর ঘটনায় পুলিশ এসেছিল, তদন্ত শুরু করেছে।"

এদিন সকালে তারা নানুর থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ জানান। সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে নানুর থানার পুলিশ।

বুধবার আগরতলায় ডিএসও'র উদ্যোগে শহিদ দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

নাম না করে রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করলেন শরদ পওয়ার

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : এবার নাম না করে রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করলেন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা শরদ পওয়ার। বৃহস্পতিবার দেশে বিকল্প রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শরদ বলেন, "বিকল্প জোট গড়ে তোলার জন্য নেতাদের দেশে আরও বেশি করে সময় দিতে হবে। দেশে থাকতে হবে বেশি।"

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে তুমুল প্রতিবাদ, বিক্ষোভের সময় রাহুল কী ভাবে সেই সব ছেড়েছুড়ে দক্ষিণ কোরিয়া সফরে গেলেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই কথা চালাচালি শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

এই আবস্থায় জাতীয় স্তরে এনডিএ-র কোনও বিকল্প রাজনৈতিক জোট গড়ার তোড়জোড় চলছে কি না, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে বৃহস্পতিবার শরদ বলেন, "দেশের কোনও কোনও অংশে বিজেপি ও তার জোট শরিকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়ার ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। মানুষ একটা পরিবর্তন চাইছেন। সেই পরিবর্তনের জন্য একটি যথোপযুক্ত বিকল্প দরকার।

তাকে শক্তিশালী তো হতে হবেই, স্থায়ীও হতে হবে।"

এর পর অবশ্য নামোল্লেখ না করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে খোঁচা দেন এনসিপি সুপ্রিমো। তিনি বলেন, "বিকল্প জোট গড়ে তোলার জন্য নেতাদের দেশে আরও বেশি করে সময় দিতে হবে। দেশে থাকতে হবে বেশি। মনে হচ্ছে, বিজেপি-বিরোধী দলগুলি এ বার কাছাকাছি আসতে চাইছে। অন্তত কয়েকটি সাধারণ ইস্যুতে। তাই বিরোধীদের সংগঠিত করতে নেতাদের দেশে থেকে সময় আরও বেশি দিতে হবে।"

খালেদার স্বাস্থ্য নিয়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উদ্বেগ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৯।। দুর্নীতির দুই মামলায় কারাবন্দি খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।নিজেদের ওয়েবসাইটে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বিএনপি প্রধানের সুকিচিৎসার পাশাপাশি তিনি যাতে সুষ্ঠু বিচার পান, তা নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

জিয়া এতিমখানা দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের সাজা নিয়ে গতবছরের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে আছেন খালেদা জিয়া। এছাড়া জিয়া দাতব্য ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় তার সাত বছরের সাজা রয়েছে।বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত খালেদাকে গত ১ এপ্রিল চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এখনও তিনি সেখানে আছেন।মানবাধিকার সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, ৭৪ বছর বয়সী খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে নিয়ে অ্যামনেস্টি গভীর উদ্বিগ্ন। কারাগারে যাওয়ার পর তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে।খালেদার বিরুদ্ধে একাধিক মামলার প্রসঙ্গ টেনে অ্যামনেস্টি বলেছে, বেশকিছু মামলার সুষ্ঠু বিচার নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

বন্দিদের জন্য জাতিসংঘের ন্যূনতম মানদ- (নলসন ম্যান্ডেলা আইন) অনুযায়ী খালেদা জিয়ার প্রয়োজন অনুসারে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের পাশাপাশি তার সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যুইট সরকার বলে কটাক্ষ করলেন কৃষিমন্ত্রী আশিস ব্যানার্জি

সিউড়ি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারকে 'ট্যুইট সরকার' বলে কটাক্ষ করলেন কৃষিমন্ত্রী আশিস ব্যানার্জি। একই সঙ্গে কৃষি বিমা বা অন্যান্য সহয়তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা ভালো নয় বলে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার থেকে সিউড়ি বেনীমাধব স্কুলের মাঠে শুরু হল পঞ্চম কৃষি উন্নয়ন মেলা। রাজ্য সরকারের কৃষি দফতর এবং সিআইআই-র যৌথ উদ্যোগে ওই মেলার আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ কুমার মজুমদার, কৃষি দফতরের ডিরেক্টর সম্পদ রঞ্জন পাত্র, সিআইআই-র কৃষি এবং ফুড প্রসেসিং সাব কমিটির কো-চেয়ারম্যান পার্থ ভট্টাচার্য, সিআইআই এর ডিরেক্টর তরুণ তাপাদার, জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি নন্দেশ্বর মণ্ডল -সহ বিশিষ্টজনেরা।

রাজ্যে বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমাণ ১৫ লাখ হেক্টর। কিন্তু সেই ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে রাজ্য সরকার। যার পরিমাণ ১৩০০ কোটি টাকা,কিন্ত কেন্দ্র একটি টাকাও দেয় নি। বৃহস্পতিবার সিউড়িতে পঞ্চম কৃষি উন্নয়ন মেলায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই প্রসঙ্গ টেনে কৃষিমন্ত্রী আশিস ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যুইট সরকার বলে কটাক্ষ করেন।

কৃষি উন্নয়ন মেলার উদ্বোধনের পর কৃষিমন্ত্রী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন যে, "ট্যুইট করে দিলেন অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার, ট্যুইট করে দিলেন অনারেবল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কি করলেন!

বললেন আমরা খুব ব্যথিত এবং ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। পশ্চিম বাংলার কৃষিমন্ত্রী হিসাবে আজকে দাঁড়িয়ে বলছি, এত যে ১৫ লক্ষ হেক্টর জমির ক্ষতি হয়েছে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ১৩০০ কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছেন সাহায্যের জন্য। আর যারা ট্যুইট করলেন তারা একটা পয়সা এই উন্নয়নের জন্য এই ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের জন্য দেননি। দরদটা কার?"

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্টায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি নিয়ে বলেন,' কৃষিবিমা বা অন্যান্য সহায়তার ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা একদম খারাপ বললেও অসংগত হবে না। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে কৃষকদের পায়ের জুতোর শোল ক্ষয়ে যায় কিন্তু তাঁদের সাহায্যের হাত এগিয়ে আসে না।'

পিছলো হাইস্কুল টেট পরীক্ষা, ২২ ডিসম্বরের পরিবর্তে শুরু ১৯ জানুয়ারি থেকে

গুয়াহাটি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে হাইস্কুল টিচার ইলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট)। আগামী ২২ ডিসেম্বর থেকে এই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক অস্থির পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সূচি বদলে পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে আগামী বছরে। নয়া সূচি অনুযায়ী আগামী ২০২০ সালের ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে হাইস্কুল টেট পরীক্ষা। সর্বশিক্ষা মিশন ডিরেক্টর নয়া সূচি জারি করে বলেছেন, রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হাইস্কুল টেট পরীক্ষার সময়সূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, লোকসভা এবং রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল পাশ হওয়ার আগে থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে অসমে। যার ফলে মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও যাবতীয় পরীক্ষা সূচি বদল করে দেওয়া হয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

যৌথ পরিবার এবং সন্তানের মানসিক বিকাশ

সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উততমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।'

এক. সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। মহানবী সন্তানের শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উত্তমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।'

যুগের হাওয়ায় বাবা মায়েরা আজ অনেক ব্যস্ত। সন্তানের জন্য তাদের সময় এখন দুষ্প্রাপ্য। যৌথ পরিবার ভেঙে যেতে যেতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা এখন ৩ জন কিংবা ৪ জনে এসে ঠেকেছে। তদুপরি সবাই ব্যস্ত। এখনও যখন দেশের বিশিস্ট ব্যক্তিদের একান্ত আলাপচারিতা দেখি, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাদের একান্নবর্তী পরিবারের স্মৃতিচারণ করেন। পরিপূর্ণ আনন্দ যে ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে নিহিত, অবলীলায় সবাই স্মরণ এবং স্বীকার করেন।

দুই. আমি আমার ছেলেবেলার কথা মনে করে এখনও শান্তি পাই। মায়ের কাছে ছিলাম সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু। দাদা, দিদিমা, কাকা কাকী, মামার কেলোই কেটেছে আমার শিশুকাল। বাড়ির কাজের মানুষ আমায় কোলে নিয়েছে এমন মনে পড়ে না। দাদার কোলের মধ্যে থেকে শুনতাম বিভিন্ন রাজ্য বাদশাহ, বিখ্যাত মানুষদের গল্প। বাড়িতে সারাদিন হৈ চৈ লেগেই থাকতো। ক্লাস ওয়ান যখন ভর্তি হলাম, কাকু স্কুলে নিয়ে যেতো।

চার বছর বয়সে ক্লান ওয়ান, ভয় পাই কিনা এজন্য কাকু আমার সঙ্গে ক্লাসের মধ্যেই বসে থাকতেন। কোলে করে বাসায় নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে বাসায় এলে দাদীর খাবারের যন্ত্রণা। বেলা অবেলা নেই। আর সময় মত মায়ের আদর, স্নেহ, শাসন সবই ছিল।যখন মাধ্যমিকে উঠলাম, তখন বাবার তদারকিটা বেড়ে গেল। যদিও কাজের জন্য বাবা কিছুটা ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু রাতের খাবারের সময় তার সঙ্গে বসতে হতো।

সারাদিন কতটুকু পড়া করেছি, বিকেলে কাদের সঙ্গে খেলেছি, দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম, কিনা ইত্যাদি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার প্রতিদিনের কাজের অংশ। যৌথ পরিবারের কারণে আমার সামান্য অন্যায় করার সুযোগ ছিল না। ঘরে আমার অনেক অনেক অভিভাবক। এখনও বাবু প্রতিরাতে আমাদের নিয়ে খেতে বসেন। পরিবারের সব সমস্যার সমাধান খাবার টেবিলেই হয়ে যায়।

তিন. রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের ভাষায়, 'তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গ সুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা।'

গল্পটির আরেক জায়গায় বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা নিয়ে লেখা এই গল্পটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপযোগী ছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ছুটি' গল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি এখনও মনে করতে পারি, আমাদের স্কুলের বাংলা ক্লাসের দিনগুলো। বাংলা স্যার যখন প্রথম 'ছুটি' গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন, আমাদের ক্লাসের অনেক ছেলে ফটিকের কষ্টের জন্য কেঁদে ফেলেছিল। সেদিন অনেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনো স্কুল পালাবো না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। অনেকের মনে একটা ভয়ও তৈরি হয়েছিল।

কারণ মন দিয়ে লেখাপড়া না করলে যদি দূরের কোনো আবাসিক স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়? এজন্যই আত্মোপলব্দি সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ। অথচ আমরা বুঝে কিংবা না বুঝে আত্মোপলব্ধির সেই সুযোগও বন্ধ করে দিচ্ছি। যৌথ পরিবারেরড় ইতিবাচক দিক এখন সন্তানরা বোঝে না। আত্মীয় স্বজন দেখলে বিরক্ত হয়। ফলে মনের প্রসারতা ও উদারতা তৈরি হয় না। অথচ যৌথ পরিবারে সন্তানরা খুব খারাপ সময় গুলোও সম্মিলিতভাবে আনন্দের সঙ্গে পার করতে পারে। বাবা মা'র আত্মোপলব্ধি নষ্ট হয়েছে অনেক আগেই, এখন সন্তানের পালা।

চার. আজকের বাবা মায়েরা চাকরি, ব্যবসা, পার্টি নিয়ে অনেক অনেক ব্যস্ত। অর্থ বিত্ত আর ক্যারিয়ার নামক আজব নেশায় তাদের পেয়ে বসেছে। সন্তান সঠিকভাবে মানুষ করাও যে ক্যারিয়ারেরঅংশ সেটা তাদের বুঝাবে কে? শুধু দামি দামি জামা কাপড়, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সন্তানের সব প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় না। প্রয়োজন স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালামের মতে, 'যদি একটি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত এবং সুন্দরমনের মানুষের জাতি হতে হয়, তাহলে অমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এক্ষেত্রে তিনজন সামাজিক সদস্য পার্থক্য এনে দিতে পারে। তারা হলেন বাবা, মা এবং শিক্ষক।' বর্তমানে অনেক বাবা মা আত্মীয় স্বজন থেকে আলাদা থাকার মাধ্যমে নিজেদের গুরুত্ব বাড়িয়ে চলেছেন। কতটা বোমা চিন্তা ভাবনা। আধুনিকতা মানেই নিসঙ্গতা নয়। একা একা যদি বসবাস করতে চান, তবে রবিনসনের মতো নির্জন দ্বীপে বসবাস করেন।

সেই নিয়ামত সঠিকভাবে পরিচর্চা করুন। আজ আপনি অবচেতনভাবে যেভাবে সন্তানদের অবহেলা করছেন, সন্তানও ভবিষ্যতে তাই করবে। অনেকেই সন্তান মানুষ করতে হিমশিম

খাচ্ছেন। ঠিক মতো সময় দিতে পারেন না। তদের জন্য বলছি, যৌথ পরিবার বজায় রাখেন। আপনার সন্তান কখনও নিজেকে একা মত্রেন করবে না। সন্তানের অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখা, মাত্রাতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার, সঙ্গদোষ এড়ানো, অপরিকল্পিত মোবাইল ফোনের ব্যবহার কবন্ধ করতে চাইলে, সব চিকিৎসা বাদ দিয়ে যৌথ পরিবার প্রথায় ফিরে আসুন। সন্তানের মানসিক বিকাশে সহায়তা করুন।

ফুটিয়ে না কাঁচা কি খাবেন দুধ?

কাঁচা খাওয়া ভাল নাকি ফুটিয়ে খাওয়া? এ নিয়ে বহু বিতর্কিত মন্তব্য রয়ে গিয়েছে। সরাসরি গোয়ালঘর বা খামার থেকে আসা কাঁচা দুধ না ফুটিয়ে খেতে কঠোরভাবেই নিষেধ করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে কাঁচা দুধ অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা দুধে অনেকরকম রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। সরাসরি খামার থেকে আনা দুধ খেলে সেই জীবাণু শরীরের নানা ক্ষতি করতে পারে। দুধ ফোটালে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই সব জীবাণু মরে যায়। এখন আমরা যে প্যাকেটের দুধ কিনি, তা পাস্তুরাইজড। পানীয় জীবাণুমুক্ত এবং সংরক্ষণের পদ্ধতির নাম পাস্তুরাইজেশন। বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় পাস্তুরাইজেশন করা হয়। প্যাকেটের দুধও ফুটিয়ে খাওয়াই ভাল, এমনটাও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ একশ" শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করা সম্ভব হয় না।নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপকদের কথায়, না ফোটানো দুধে ই-কোলাই, সালমোনেল্লার মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে। এই ব্যাকটেরিয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়।

বিশেষত গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে সব সময় দুধ ফুটিয়ে খেতে বলেন চিকিতকেরা।ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির বিশেষজ্ঞেরা "পাবমেড"-এ একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে কাঁচা দুধ তো বটেই, এমনকি পাস্তুরাইজড দুধেও নানা রকম মাইক্রোব্যাকটেরিয়া জন্মায়। তাদের মধ্যে রয়েছে, সিউডোমোনাস (৬৪-৫৩.৮ শতাংশ), মাইক্রোকক্কাস (৮.২ শতাংশ), এনটারোব্যাকটর (৯.৮ থেকে ২.৬ শতাংশ), ব্যাসিলাস (৬.৬ থেকে ২.৬ শতাংশ), ফ্ল্যাভোব্যাকটর (১.৬ থেকে ১.৩ শতাংশ)।ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানাচ্ছেন, পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ জীবানুমুক্ত করতে গিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়, ফলে দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই বর্তমানে, এই পদ্ধতিতে দুধ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফোটানো হয় এবং ধীরে ধীরে সেটাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হয়। তাই গবেষকদের মত, প্যাকেট দুধ দোকান থেকে কিনে এনে কিছু সময় হলেও সেটাকে ফোটান। যদি কোনও জীবাণু থেকেও থাকে, ফোটালে সেই সম্ভাবনা দূর হবে।

নতুন ব্যোমকেশ নতুন রহস্য

সৌগত চক্রবর্তী: আসছে নতুন ব্যোমকেশ কাহিনি 'মগ্নমৈনাক'। এক অর্থে এই ব্যোমকেশ অঞ্জন দত্তরও। পরিচালক অবশ্য সায়ন্তন ঘোষাল। গল্প শুরুই হচ্ছে 'স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর অতীত হইয়াছে' এই বাক্যবন্ধ দিয়ে। আসলে এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ধনী ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক সন্তোষ সমাদ্দার। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দাপুটে ও ভারিক্কী এই নেতা সন্তোষ সমাদ্দার। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়।সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আছেন দুই ছেলে যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। উদয়চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রভাত দাস। এছাড়াও আছেন সন্তোষবাবুর স্ত্রী চামেলি। একসময়ের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। কিন্তু এখন খিটখিটে, শুচিবায়ুগ্রস্ত ও সন্দেহভাজন মানুষ। তাঁর দাপটে বাড়িতে মাছ-মাংস ঢোকে না।এছাড়াও বাড়িতে আছেন তিন আশ্রিত মানুষ। চামেলির দূর সম্পর্কের বোনপো ও বোনঝি নেংটি ও চিংড়ী। আর সন্তোষবাবুর সহকারী রবিবর্মা। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন অঞ্জন দত্ত।আর একজন আছেন। গল্পে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি জনপ্রিয় গায়িকা 'সুকুমারী'। প্রতি সপ্তাহে শনিবার সন্ধ্যের পর তাঁর বাসায় যান সন্তোষ সমাদ্দার। আর সোমবার সেই বাসা থেকেই এসে অফিস করেন। এই সুকুমারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন গার্গী রায়চৌধুরি। বললেন, 'গল্পে আমার চরিত্রটা ছোট কিন্তু স্ক্রিপ্টটা পড়ে চমকে গিয়েছি। চমৎকার স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অঞ্জন দত্ত। এই স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সুকুমারী চরিত্রটা সিনেমায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার কাছে অঞ্জন দত্ত একজন দক্ষ পরিচালকের পাশাপাশি একজন দক্ষ চিত্রনাট্যকারও। আর চমকে গেছি সায়ন্তনকে দেখে।ত্যি বলছি। আশা করা যায় সায়ন্তনের পরিচালনায় ইন্টারেস্টিং ব্যোমকেশ উপহার পাবেন দর্শকরা।'গল্পে ব্যোমকেশের ভূমিকায় নতুন সংযুক্তি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। জানালেন, 'এর আগেও ব্যোমকেশের চরিত্রে অভিনয় ও পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল এতগুলো ব্যোমকেশের পর আবার একটা ব্যোমকেশ কেন? আসলে ব্যোমকেশ এখন জাতীয় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন আর তারপরেই ব্যোমকেশ বক্সি! তাই ব্যোমকেশের চাহিদাও বাড়ছে। তার প্রমাণ, এখনও পর্যন্ত যে ব্যোমকেশ ছবি, ওয়েব সিরিজ বা টেলি সিরিজ হয়েছে, সবগুলোই বেশ সফল। তাই ব্যোমকেশ চরিত্রে ঢুকে পড়া।'আর অজিতের ভূমিকায় এই ছবিতে আছেন রুদ্রনীল ঘোষ। জানালেন, 'এর আগে অঞ্জন দত্তর 'আদিম রিপু'তে একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম আমি। অঞ্জনদার বাকি ব্যোমকেশ ছবি গুলোও দেখেছি আমি। সব ছবিতেই ব্যোমকেশ আর অজিতকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন তিনি। সত্যি বলতে কি, বাকি ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোতে অজিতকে সেইভাবে পাচ্ছিলাম না। এবার আমি অজিতের ভূমিকায়। আশা করছি অজিত আর ব্যোমকেশের রসায়ন আবার দর্শককে একটা নতুন স্বাদ এনে দেবে।'গল্পে হঠাৎ মোড় আসবে সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এক রহস্যময়ী সুন্দরী হেনা মল্লিককে নিয়ে। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন আয়ুশী তালুকদার। হঠাৎ-ই বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা যায় হেনা। বাড়ির অবস্থা সামাল দিতে নেংটির অনুরোধে অকুস্থলে আগমন ব্যোমকেশ ও অজিতের। তারপর?

কুকুরের ডাক ভাষান্তর করবে এআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ব্যবহার করে প্রাণীদের কণ্ঠস্বর আর মুখের অঙ্গভঙ্গি বুঝে তা সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবে এমন যন্ত্র বানাতে কাজ করছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির ড. কন স্লোবোডচিকফ প্রেইরি ডগ আর এদের যোগাযোগের উপায় নিয়ে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে স্লোবোডচিকফ আর তার সহকর্মী একটি অ্যালগরিদম বানিয়েছেন। এই অ্যালগরিদম প্রেইরি ডগের কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারে। গবেষক দু'জন জুলিঙ্গুয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে বোধগম্য কোনো ভাষায় যোগাযোগে সহায়তা করতে আরও প্রযুক্তি আনার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়, বলা হয়েছে আই এ এন এসের প্রতিবেদনে। স্লোবোডচিকফের মতে, অন্য শিকারিদের সতর্ক করতে প্রেইরি ডগ উচ্চস্বরে ডাকে। এই ডাক শিকারির আকার ও ধরনের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হয়। প্রেইরি ডগ মানুষের পরিধেয় কাপড়ের রংও নির্দেশ করতে পারে। স্লোবোডচিকফ বলেছেন, 'আমি মনে করি, যদি আমরা প্রেইরি ডগের সঙ্গে এটি করতে পারি, আমরা নিশ্চিতভাবে কুকুর আর বিড়ালের সঙ্গেও তা করতে পারি।' তিনি ও তার দল কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর শরীরের নড়াচড়া বিশ্লেষণায় হাজার হাজার ভিডিও দেখছেন। এই ভিডিওগুলো দিয়ে একটি এআই অ্যালগরিদমকে যোগাযোগের ইঙ্গিতগুলো শেখানো হবে। দলটি এখনও কুকুরের প্রতিটি ডাক বা লেজ নড়ানোর অর্থ কোনো অ্যালগরিদম দিয়ে বোঝার অবস্থায় আসেনি।

পিৎজা সরবরাহ করবে রোবট

বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় পিৎজা সরবরাহকারী যান হতে যাচ্ছে 'ডমিনোস ড্র'। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বাসাবাড়িতে পিৎজা সরবরাহ করবে এই রোবট। ব্রিসবনে গত বৃহস্পতিবার নতুন এই রোবটটির বিশেষ প্রদর্শন হয়।

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ম্যারাথন টারগেটস এবং ডমিনোস অস্ট্রেলিয়া যৌথভাবে তৈরি করেছে ডরু। এতে ব্যবহার হয়েছে প্রতিষ্ঠানের জিপিএস ট্র্যাকিং ডাটা। সেই সঙ্গে আছে সেন্সরি সিস্টেম। এর মাধ্যমে নানা বাধা অতিক্রম করতে পারে ডরু। সঠিক পথ নির্ণয় করে সহজেই পৌঁছে যায় গ্রাহকের ঠিকানায়। সবই চলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে।

চলতি মাসের প্রথম দিকে চার চাকার এই রোবট তার পরীক্ষামূলক ডেলিভারি সম্পন্ন করে। গ্রাহকের চাহিদা মতো কাজ করতে সক্ষম রোবট ডরু বাইসাইকেল বা হাঁটা পথে ধরে ঘন্টায় পাড়ি দিতে পারবে ১২ মাইল। তবে এটি কত দূরত্ব পাড়ি দিয়ে পিৎজা পৌঁছে দিতে সক্ষম তা জানা যায়নি।

একবার ডরু নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে গেলে গ্রাহক তার ফোনে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া নিরাপত্তা কোডে প্রবেশ করবেন। এরপর রোবটকে তার বন্ধ স্টোরেজটি খোলার আদেশ দেবেন। কথামতো স্টোরেজটি খুলতেই গ্রাহক পাবেন তা কাঙ্খিত পিৎজাটি।

ডমিনোসের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর মাইক্রোচিপ দিয়ে রোবট তৈরির কার্যক্রম শুরুহয়। এটি একটি বড় ধারণা ছিল। এ কাজে সফল হওয়াও বিরাট ব্যাপার। এর আগে ২০১৩ সালে 'ডমিনোস' প্রযুক্তির মাধ্যমে পিৎজা সরবরাহের একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই সময় উন্মোচন করে পিৎজা সরবরাহকারী ড্রোন 'ডমিকপ্টার'। ইউটিউবে ডমিকপ্টারের একটি ভিডিও পোস্ট করেছিল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্যভিত্তিক ড্রোন কোম্পানি অ্যারোসাইট। উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ডমিনোস পিৎজা চেইন থেকে স্বাধীন হলেও নাম, লোগো এবং রেসেপি ব্যবহারের জন্য তাদের রয়েলিটি দেয় ডমিনোস অস্ট্রেলিয়া।

ওরা এখন আরও বেপরোয়া

সাইবার দুর্বৃত্তদের চালাকির কথা হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু এন তাঁরা আরও বেশি বেপেরায়া হয়ে উঠেছে। তাদের চাতুর্যের সঙ্গে সাহাস যোগ হয়েছে। হালনাগাদ প্রযুক্তি তাদের হাতের মুঠোয়। যেনতেন আক্রমণ না করে এখন যাচাই বাছাই' করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তারা। বিশ্বজুড়ে সাইবার হামলা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো ইনকরপোরেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় জাপানে। ট্রেন্ড মাইক্রোর গবেষকেরা বলছেন, গত কয়েক বছরে সাইবার হামলার ঘটনা বেশ বেড়েছে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। ২০১৫ সালেরবিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ড মাইক্রো বার্ষিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নতুন ধরনের সাইবার হামলা ঠেকাতে সব সময় নিরাপত্তা সিস্টেম হালনাগাদ করে রাখাজরুরি। ট্রেন্ড মাইক্রোরা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে যে ধরনের সাইবার আক্রমণ আমরা দেখেছি, এতে আমাদের পুরোনো হুমকির বিষয়গুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা সিস্টেম এখন আর নিরাপদ নয়। কে ভেবেছিল যে সাইবার হুমকির বিবেচনার ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টি নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে। ট্রেন্ড মাইক্রো দাবি করেছে, গত বছরে তারা পাঁচ হাজার ২০০ কোটি নিরাপত্তা হুমকি ঠেকিয়েছে। তবে তা ২০১৪ সালের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। ২০১২ সালের পর থেকে সাইবার হুমকি কমার ধারা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রেন্ড মাইক্রো। প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাইবার দুর্বৃত্তরা এখন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে অনেক বেশি 'যাচাই-বাছাই' করে আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

প্রথম ক্লোন বানর জন্ম দিল চীন

এবার চীনা বিজ্ঞানীরা জন্ম দিলেন বিশ্বের প্রথম ক্লোন বানর। বিজ্ঞানীরা কয়েক সপ্তাহ আগে গবেষণাগারে ঝং ঝং এবং হুয়া হুয়া নামের দুটি ক্লোন বানরের জন্ম দিয়েছেন। গত শতকেরনব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে স্কটল্যান্ডেরপ্রাণিবিজ্ঞানীরা ডলি নামের ক্লোন ভেড়ার জন্ম দেন।চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেসের বিজ্ঞানী কিয়াং সানের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সাংবমাধ্যমগুলো জানায় ক্যান্সার ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জিনগত ত্রুটির গবেষণা ও নিরাময়ের কাজে লম্বা লেজওয়ালা এ বিশেষ ধরনের ক্লোন বানরকে কাজে লাগানো হবে। বিজ্ঞানীদের কাছে এগুলো হবে এসব রোগ গবেষণায় মডেল। এখন যেমন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয় গিনিপিগ।স্কটল্যান্ডে মাদি ভেড়া ডলিকে ক্লোন করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল, ঠিক একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে ঝং ঝং ও হুয়া হুয়ার ক্ষেত্রে। ক্লোন করা বানরশাবক দুটির মধ্যে ঝং ঝংয়ের জন্ম ৮ সপ্তাহ আগে। আর হুয়া হুয়ার জন্ম ৬ সপ্তাহ আগে।ক্লোন করা বানরশাবক দুটিকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। অন্যসব সাধারণ বানরশাবকের মতোই এরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে। সামনের কয়েক মাসে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে এরকম আরও বানরশাবক জন্ম দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন চীনা গবেষকরা। প্রাণিবিজ্ঞানীদের অনেকেই ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বানরশাবক জন্ম দেয়ার নৈতিকতা নিয়েপ্রশ্ন তুলেছেন।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়।

ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও ওক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে এক মধ্যকার রস সঞ্চালন নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় ।আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকূল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকরা হয়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

বুধবার আগরতলায় ক্যাব নিয়ে এক বিক্ষোভ র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

কলকাতা সহ ১১টি জেলায় শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স): কলকাতা সহ ১১টি জেলায় শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ১০ ডিগ্রির ঘরে চলে যেতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা ছাড়াও দুই ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে আগামী ২৪ ঘণ্টায় শৈত্যপ্রবাহ হতে পারে। দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর জন্যেও শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শৈত্যপ্রবাহের কারণে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির ঘরে চলে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশপ্রসাদ দাস। তিনি বলেন, শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। আগামী কয়েক দিন কনকনে ঠান্ডা থাকবে রাজ্য জুড়ে।'

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কেটে গিয়েছে পুরোপুরি। তাই উত্তুরে হাওয়া প্রবেশের পথে আর বাধা নেই। উত্তর-পশ্চিম হিমালয় পার্বত্য এলাকা থেকে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে পশ্চিমবঙ্গে। তার জেরেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা রীতিমতো কাঁপছে। পৌষের শুরুতেই একলাফে পারদ পতন হয়েছে প্রায় ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সপ্তাহ শেষে হাড়কাঁপানো শীত যে আরও বাড়বে সে পূর্বাভাস আগেই দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। একধাক্কায় পারদ অনেকটাই নামবে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতেও। উত্তরের পার্বত্য এলাকা থেকে বাধাহীন ভাবে ঢুকছে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। তার জেরেই এই পারদ পতন বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা।

গত কয়েকদিনের মধ্যে বৃহস্পতিবারই এখনও পর্যন্ত শহর কলকাতার শীতলতম দিন। সপ্তাহ শেষে পারদ আরও কমে জাঁকিয়ে শীত পড়বে বলে অনুমান করছেন আবহবিদরা। তবে এর মধ্যে ফের পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব দেখা দিলে উত্তুরে হাওয়া প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি হবে। ফলে একধাক্কায় পারদ পতনের মতই একলাফে তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি বেড়েও যেতে পারে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় আরও শীত পড়বে রাজ্যে । যার নির্যাস, দার্জিলিঙে তাপমাত্রা একলাফে ৪ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামল ।শ্রীনিকেতনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে । পুরুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমেছে ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ।বাঁকুড়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখনও পর্যন্ত ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে । পানাগড়ের তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে ৭ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ।কোচবিহারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গেছে । কালিম্পংয়ে তাপমাত্রা নেমেছে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ।শিলিগুড়িতে আজ দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে । বালুরঘাটে তাপমাত্রা ১০ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ।শুক্রবার কলকাতার আকাশ থাকবে প্রধানত পরিস্কার। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। বৃহস্পতিবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন,১১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রী কম। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৪৫ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : "উনি সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন, ফলও পেয়ে যাবেন," মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

শুধুমাত্র সংসদে গরিষ্ঠতা রয়েছে বলে বিজেপি নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করতে পেরেছে, আসলে দেশের অধিকাংশ মানুষ এই আইনকে সমর্থন করছেন না বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রানী রাসমনি অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশে এই বার্তাই খুব জোরের সঙ্গে দিতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি, গণভোট হলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, ক'জন এই আইনের পক্ষে এবং ক'জন বিপক্ষে।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ এর প্রতিবাদে প্রবল আক্রমণ শানিয়েছেন। তাঁর কথায়: "সংসদে আইন পাশ হয়েছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন সেই আইন মানেন না। শুধু নিজে নন, নিজের দলের সাংসদদের দিয়েও শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন যে, সিএএ মানবেন না। এটা সংবিধানের সাংঘাতিক লঙ্ঘন। কিন্তু তাতেই তিনি থামছেন না। রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ চাইছেন। অর্থাৎ, দেশের সুপ্রিম কোর্টের উপরেও মমতার আস্থা নেই।"

দিলীপবাবুর কথায়, "মমতা আইন মানেন না। মমতা সংসদ মানেন না। মমতা সুপ্রিম কোর্ট মানেন না। তিনি দেশের সংবিধানটাই মানেন না। সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। এর ফল তিনি পাবেন।"

উল্লেখ করা যেতে পারে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যপাল টুইট করে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর গণভোট নেওয়ার দাবি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভর সন্ধ্যায় ন'তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ছাত্র। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়ে যাদবপুর থানার পুলিশ ওই ছাত্রকে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রের নাম সুজন সামন্ত। ১৯ বছরের সুজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আসানসোলের বাসিন্দা সুজন গরফার প্রতাপগড়ে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। সেখান থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতেন। এ দিন সন্ধ্যা পৌনে সাতটা নাগাদ হঠাৎই ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ পান কয়েক জন ছাত্রছাত্রী। তাঁরাই প্রথম দেখতে পান হস্টেলের এক দিকে মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ওই ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়ে সুজনকে যাদবপুর থানার পুলিশ এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমেই আসানসোলে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তখনই তাঁর বাবা পুলিশকে জানিয়েছেন যে, মানসিক অবসাদে ভুগছিল সুজন। এ দিন সন্ধ্যায় বাবাকে ভিডিয়ো কল করে কয়েক মিনিট কথাও বলেন সুজন। তখনই বাবাকে আত্মহত্যা করার কথা বলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কথোপকথনের সময়েই সুজনের বাবা আঁচ করেছিলেন যে, ছেলে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু ফোন রেখেই যে সে সুজন ও রকম কিছু করবেন, তা ভাবতে পারেননি তিনি। এর আগেও দু'বার সুজন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

সিএএ-বিরোধী আন্দোলন : মুখ্যমন্ত্রী সকাশে বিজেপি-র ২৫ বিধায়ক, বাতিল মন্ত্রিসভার বৈঠক

গুয়াহাটি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন-এর বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যে তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার ২৫ জন বিজেপি-বিধায়কের এক দল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনকে নিয়ে জনগণের মতামতকে সম্মান জানিয়ে ভবিষ্যত কার্যপন্থা গ্রহণ করতে বিধায়কের দলটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানিয়েছে, জানান সতিয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা।

সতিয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকার নেতৃত্বাধীন দলে ছিলেন অশোক সিংঘল, প্রশান্ত ফুকন, সুরেণ ফুকন, চক্র গগৈ, রূপক শর্মা-সহ ২৫ জন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাইরে এসে সংবাদ মাধ্যমের কাছে পদ্ম হাজরিকা বলেন, 'সন্দেহজনক বাংলাদেশিদের রাজ্য থেকে বিতাড়ন করতে নিজস্বভাবে বহু কার্যপন্থা গ্রহণ করেছি। এছাড়া বেশ কয়েকটি শহিদ বেদি নির্মাণের কাজও চালিয়েছি। আমার প্রশ্ন, এ-সব কাজ কি জাতিদ্রোহী কাজ?'

তিনি বলেন, গত কয়দিন ধরে দেখছি, 'আমার বাড়ির সামনে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা অশ্লীল ভাষায় আমাদের গালাগালি দিচ্ছে। আমাদের মারলে যদি জাতি উদ্ধার হয়, তা-হলে আমাদের মারো, কোনও আপত্তি নেই।'

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে জনসাধারণের সম্মুখীন হওয়ার জানিয়ে অসমিয়া জাতিকে সুরক্ষিত করতে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক ডামাডোলের সময় দিন-কয়েক আগে বিজেপি-ত্যাগী অভিনেতা যতীন বরাকে কটাক্ষ করে পদ্ম হাজরিকা বলেন, 'গলায় গামোছা ঝুলিয়ে লতাশিলের জমায়েতে অংশগ্রহণ করলেই কেউ জাতিপ্রেমী হয়ে যান না। আসু এবং অন্য সংগঠনের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে সমর্থন করি। কিন্তু যতীন বরার মতো প্রতিবাদকারীর প্রতিবাদকে কোনওভাবেই সমর্থন করতে পারি না।'পদ্ম হাজরিকা ছাড়া ডিব্রুগড়ের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন বলেন, 'অসমিয়া জাতিকে সুরক্ষিত করার মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছি। তিনি আমাদের কথা অতি আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন। জনসাধারণে মতামতকে আমাদের সম্মান জানিতেই হবে। গত ৮-৯ দিন রাজ্যে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, এতে আমিও নিয়ে শঙ্কিত। এই বয়সে নাতির বয়সি ছেলেদের গালাগাল শোনে আমার এক বছর আয়ু কমেছে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা সবাই অনুরোধ জানিয়েছি, অসমবাসী যাতে আশ্বস্ত হন সেই ব্যবস্থা নিন। তিনি আমাদের অনুরোধে সম্মত হয়েছেন।'

এদিকে বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা থেকে রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্যকারণে এই বৈঠক বাতিল করা হয়েছে।

বুধবার সকালে কালীটিলার সুকতারায় এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেব উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ছবি- নিজস্ব।

সিএএ নিয়ে ওয়াকিবহাল নয় বিক্ষোভকারীরা, দাবি বিজেপি নেতার

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিক্ষোভে যারা সামিল হচ্ছেন, তারাও আদৌ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে ওয়াকিবহাল নন বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা অনিল জৈন।

বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিল জৈন জানিয়েছেন, বিক্ষোভকারী সিংহভাগই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রকৃত দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। ভুল পথে চালিত করে, তাদের পথে নামানো হয়েছে। সামাজিক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার চক্রান্ত করছে বিরোধী দলগুলি। সামাজিক কাঠামো নষ্ট করার চেষ্টা চক্রান্ত হচ্ছে। রাজনীতি করার মতো কোনও ইস্যু নেই বিরোধীদের হাতে। তাই তারা হিংসা ছড়াচ্ছে। এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা বাদ দিলে সারা দেশে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে কবিতা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে এবার কবিতা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এতদিন সভায় যে নাগরিকদের কথা তিনি তুলে ধরতেন, এবার সেই নাগরিকদের কথাই তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফেসবুকে 'নাগরিক' শীর্ষক এক কবিতা পোস্ট করেন তিনি। যেখানে তিনি নাগরিক সমাজের কথা ও তাঁদের দুর্দশার কথাই তুলে ধরেছেন।এই কবিতায় মুখ্যমন্ত্রী নাগরিকত্ব আইন জারির নামে আমজনতার যে দুর্দশার কথা সেটাই তুলে ধরেছেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষই যে এই সমস্যার শিকার তা জনসভার পাশাপাশি এখানেও তুলে ধরেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, এদিনই তৃণমূল নেত্রী ধর্মতলায় এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সেখানে এই আইন জারি হলে কী সমস্যা হতে পারে তা তুলেও ধরেন। পাশাপাশি, অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে নাগরিকত্ব আইনকে সামনে রেখে গণভোটের আহ্বান করলেন তিনি।

মুলায়ম সিং যাদব অসুস্থ

লখনউ, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসুস্থ বর্ষীয়ান রাজনীতিক তথা সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব। বৃহস্পতিবার হঠাত করে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিতসার পর রাতে তিনি অবশ্য হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন। বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছেন এই ২২ নভেম্বর ৮০ বছরে পা দেওয়া সমাজবাদী পার্টির বর্ষীয়ান এই নেতা। শারীরিক অসুস্থতার কারণে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে সম্প্রতি গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল। শ্বাসকষ্টের কারণে গত জুন মাসে সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউটেও ভরতি ছিলেন। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার হঠাত করে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করলে মুলায়মকে লখনউয়ের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সিভিল হাসপাতালের ডিরেক্টর ডিএম নেগি জানান, নাক দিয়ে রক্ত বেরোনোয় প্রবীণ নেতাকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় চিকিতসার পর, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যসচিব এর বীরভূম সফর বাতিল

সিউড়ি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) শেষ মুহূর্তে মুখ্যসচিব এর বীরভূম সফর বাতিল হয়ে যায়। দেউচা পাঁচামী কয়লা খনি এলাকায় কাজ শুরু করার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রক। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা হাব বীরভূমই গড়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার নির্দেশেই প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার জেলায় আসার কথা ছিল রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং রাজ্যের বিদ্যুৎ সচিব সহ একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের।সমস্ত রকম প্রস্তুতি থাকলেও শেষ মুহূর্তে তা বাতিল হয়ে যায়।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১১ বেজে ১০ মিনিটে কপ্টারে সিউড়ি চাঁদমারি মাঠে নামার কথা ছিল রাজ্যের মুখ্য সচিব-সহ প্রতিনিধি দলের। জেলা প্রশাসনিক ভবনে তাদের বৈঠক করার কথা ছিল।। সেখানে জেলার আধিকারিকদের নিয়ে দেউচা পাঁচামীর খোলা মুখ কয়লা খনি নিয়ে একটি বৈঠক করার কথা ছিল মুখ্য সচিব সঞ্জয় সিংহ। জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু বলেন মুখ্যসচিবের জেলা সফর নিয়ে আমারা প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল হয়ে যায়। 'ন

বুধবার আগরতলায় ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনে উদোগে আয়োজিত একদিনের এক কর্মশালার। ছবি- নিজস্ব।

এনআরসি ও সিএএ এর সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ দিলীপ ঘোষের

মেদিনীপুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : এনআরসি ও সিএএ এর সমর্থনে বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল করল বিজেপি । রাজ্য সভাপতি তথা দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে এই মিছিল মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করে শহরের বটতলা চকে একটি পথসভা করে । সভা থেকে এনআরসি ও সিএএ এর সমর্থনে যুক্তি দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধীতাকে বিভিন্ন ভাবে কটাক্ষ করেন তিনি । তিনি বলেন-আসলে আজকে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন কেন কারণ মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। মাথায় চোট লেগেছে কারণ ভোট কমে যাচ্ছে। বিজেপি সর্বত্র ঢুকে গেছে তাই ওপার থেকে অনুপ্রবেশকারী এনে ভোট বাড়িয়ে ভোটে জেতার চেষ্টা করছেন।

এদিন তিনি বটতলা চকের সভায় বক্তব্যে বলেন- 'দিদিমণি কথায় কথায় রাস্তায় নেমে যান, বাড়িতে থাকা অভ্যাস নেই। কিসের ঠেলা ,কেন ধরে বেড়ান। উদ্বাস্তু হিন্দুদের জন্য একবারও কথা বলেন না। হয়তো বন্ধুত্ব আছে ওপাশের দিদির সঙ্গে এপাশের দিদির। এত বন্ধুত্ব তো হিন্দুদের উপরে ওপারে অত্যাচার হচ্ছে কেন বলুন। আমরা জানি উনি হিন্দুদের কথা বলবেন না কারণ একজন দুয়োরানী আরেকজন সুয়োরাণী। অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা হলেন ওনার পেটের আমরা হলাম পিঠের। আজকে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন কেন কারণ মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। মাথায় চোট লেগেছে কারণ ভোট কমে যাচ্ছে। বিজেপি সর্বত্র ঢুকে গেছে তাই ওপার থেকে অনুপ্রবেশকারী এনে ভোট বাড়িয়ে ভোটে জেতার চেষ্টা করছেন। তা না হলে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। ভারতীয় জনতা পার্টি দেশভাগের সময় ১৯৪৬-৪৭ সালে ছিলনা, তাই দেশটা ভাগ হয়েছে। আজ বিজেপি রয়েছে দেশভাগের কথা ভুলে যান। এ রাজ্যের দিদিমণি চেঁচামেচি খুব করেন শেষে সব মেনে নেন। বলেছিলেন সিএএ বিল করতে দেব না, এবারও বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু ৮ জন সাংসদ গেলেন না লোকসভায়। বিলের বিরুদ্ধে সত্যি সত্যি থাকলে ওনারা বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য থাকতেন। আসলে তিনি মুসলমানদের বোকা বানাচ্ছেন। চাইছেন বিলটা পাস হোক, তাহলে শরণার্থীদের ভোট পাব। অন্যদিকে মুসলমানদের বলছে আমরা হতে দেবো না। মমতা ব্যানার্জির যে দু তিন রকমের মুখ আছে এগুলো চিনে নেওয়ার দরকার রয়েছে। তিনি কেবল অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে।মিছিল করছেন লোক হচ্ছে না বলে একশো দিনের কাজের লোক, সিভিক পুলিশ, পুলিশকে সিভিল পোশাকে হাটিয়ে ভিড় বাড়াচ্ছেন। কয়েক হাজার মুসলিমের

ছয়ের পাতায়

শিক্ষক নিয়োগে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কর্মশিক্ষা এবং শারীরশিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করল হাইকোর্ট। রাজ্যের স্কুলগুলোতে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ করতে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিল আদালত। ৮০৩ জন চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগপত্র দিতে নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ।

২০১৬সালে কর্মশিক্ষা ও শারীর শিক্ষা বিভাগে শূন্যপদে নিয়োগ প্রার্থীর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ১৬৯৩ পদে পরীক্ষায় বসে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার দু"বছর পর ২০১৮-তে মেধা তালিকা চূড়ান্ত হয়। ১৬৯৩ শিক্ষকের জন্য তালিকা তৈরি হয়। ২০১৯-এ শুরুতেই শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে ৮৯৩ জন শিক্ষক নিয়োগও সম্পূর্ণ হয়ে যায়। বাকি ৮০৩ জনের নিয়োগ তালিকা প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন দিলরুবা আফরোজ সহ বেশ কয়েকজন চাকরি প্রার্থী। এরা নিয়োগের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারির আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে। অস্বচ্ছতার অভিযোগে প্রাথমিক মান্যতা দিয়ে জানুয়ারির শেষে ২০১৯ নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে হাইকোর্ট।

১ নভেম্বর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে মেধাতালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য। যদিও ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। ১৩ ডিসেম্বর ফের নিয়োগপ্রক্রিয়ার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে মামলা হয় হাইকোর্টে। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেওয়া হয় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেয় বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চ। এর ফলে ৮০৩ জনের নিয়োগে আর কোনও আইনি বাধা রইল না।

নিয়োগ তালিকায় জায়গা পেয়েও এক বছর অপেক্ষা করা বিবেক মাইতির আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরী জানান, 'অস্বচ্ছতার অভিযোগ বারবার থমকে গেছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের নির্দেশে পুরোপুরি জটমুক্ত হল কর্মশিক্ষা ও শারীর শিক্ষার নিয়োগ।' যদিও দিলরুবা আফরোজ এর মামলা এখনও খারিজ করেনি হাইকোর্ট। জানুয়ারি মাসের শেষে ফের ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে ট্রেন চলাচল ব্যাহত

হাওড়া, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হল হাওড়া লাইনের সমস্ত শাখায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার বামনগাছির কাছে প্যান্টোগ্রাফের ভেঙে পড়ে। এর ফলে ট্রেন চলাচল ব্যহত হয় হাওড়া-সাঁতরাগাছি লাইনের ট্রেনগুলিতে। পরে হাওড়া মেইন ও কর্ড লাইনেও এর প্রভাব পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় সমস্ত লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই বামনগাছি স্টেশনের কাছে প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে পড়ে। ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি দূরপাল্লার ট্রেনগুলিও বিভিন্ন স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রভাব পড়ে হাওড়া মেন ও কর্ড লাইনে। সেখানেও লোকাল ট্রেন চলাচল ব্যহত হয়। কোনও ট্রেন এখনও হাওড়ায় এসে পৌঁছতে পারেনি। হাওড়া থেকেও ছাড়তে পারেনি কোনও লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন। হাওড়াতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজধানী ও মিথিলা এক্সপ্রেস। ছাড়তে পারেনি ময়ূরাক্ষী ও কোল্ডফিল্ড প্যাসেঞ্জার।

পারদ-পতন ৩ ডিগ্রি, ঠাণ্ডায় কাঁপছে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্য

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): দাপট বাড়ছে উত্তুরে হাওয়ারঊ ফলে পতনও হচ্ছে পারদেরঊ বৃহস্পতিবার ফের পারদ-পতনের সাক্ষী থাকল তিলোত্তমাঊ এদিন এক ধাক্কায় স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি নেমে গিয়েছে শহরের তাপমাত্রাঊ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছে ১১.৭ ডিগ্রিতেঊ যা এখনও পর্যন্ত মরশুমের শীতলতম দিনঊ উত্তুরে হাওয়ার দাপটে বড়দিনের আগেই ঠাণ্ডায় কাঁপছে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যঊ চলতি সপ্তাহে এমন ঠাণ্ডা বজায় থাকবে, জানিয়েছেন আবহবিদরাঊ ফলে কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপবে গোটা বঙ্গভূমিঊ

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণেই এতদিন উত্তুরে হাওয়া প্রবেশ করতে পারেনি রাজ্যেঊ কিন্তু, মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সরে যেতেই হু হু করে নামছে তাপমাত্রার পারদঊ কাঁপতে শুরু করেছে উত্তর থেকে দক্ষিণ রাজ্যের সর্বত্রইঊ ঠাণ্ডায় কাবু পাহাড় থেকে সমতল, গোটা রাজ্যঊ দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া, আসানসোল, বাঁকুড়ার তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে ১০-১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেঊ দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে ঠাণ্ডার প্রকোপ বেশিঊ দার্জিলিঙের তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে ৪ ডিগ্রিতেঊ মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও জাঁকিয়ে শীতের আমেজঊ

জাঁকিয়ে শীত পড়েছে উত্তরবঙ্গ জুড়ে, জেলা জুড়ে কুয়াশার চাদর

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : জাঁকিয়ে ঠান্ডা জলপাইগুড়িতে। বৃহস্পতিবার হাড়কাঁপানো ঠান্ডার সঙ্গেই জেলা জুড়ে কুয়াশার চাদর। কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় বিপত্তি।গত কয়েকদিন ধরেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ১১-১২ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রার হেরফের হবে না বলেই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। এদিকে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার পাশাপাশি গোটা জলপাইগুড়িজুড়ে দাপট কুয়াশার। শুধু জলপাইগুড়িই লাগোয়া নয় আলিপুরদুয়ারের চা বাগান ও ভুটান সীমান্ত লাগোয়া এলাকাতেও কুয়াশার দাপট রয়েছ। কোচবিহারেরও বিভিন্ন এলাকায় ভোর থেকে দেখা মিলছে কুয়াশার। বেলা বাড়লে ধীরে ধীরে দাপট কমছে কুয়াশার।

বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই জাঁকিয়ে শীত পড়েছে জলপাইগুড়িতে। জাতীয় সড়কে ভোরের দিকে আলো জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন। ঘন কুয়াশার জেরে প্রায়ই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনাও। যদিও ভরা শীতের আমেজ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন শহরবাসী। একইসঙ্গে প্রবল ঠান্ডায় দেদার আনন্দে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরাও। পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট গরুমামারা, বক্সা-সহ জেলার একাধিক টুরিস্ট স্পট। পর্যটকদের জন্য নানা জিনিসের পসরা সাজিয়ে হাজির ব্যবসায়ীরাও। অন্য জিনিসের পাশাপাশি বিক্রি বেড়েছে শীতের জামা-কাপড়েরও।দার্জিলিঙের সান্দাকফুতে তুষারপাত চলছে। সান্দাকফুতে বরফ পড়ার জেরেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকা-সহ জলপাইগুড়িতেও জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। শীত পড়ায় আনন্দে রয়েছেন পর্যটকরা।শীতের শুরু থেকেই প্রতি বছরের মতো পর্যটকদের ঢল নেমেছে জলপাইগুড়ির গরুমারা, বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট, জয়ন্তীতে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ২০১৯ : প্রায়শই উঠছে যে সমস্ত প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। কেউ বলছেন অসাংবিধানিক, কেউ বলছেন গণতন্ত্রের হত্যা। সমস্ত প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যা করা হল-

প্রশ্ন ১ : পাকিস্তানের বালুচিস্তান, অহমদিয়া এবং মায়ানমারের রোহিঙ্গারাও এই আইনের সুবিধা কেন পাবে না?

উত্তর : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ অনুসারে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে কোনও দেশের নাগরিকরেই বাধা নেইঊ

প্রশ্ন ২ : এই আইন কীভাবে এই তিন দেশের (পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান) হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টানদের পক্ষে উপকারী?

উত্তর : এই তিন দেশ থেকে আসা এমন ধরনের সমস্ত বৈধ শরণার্থী যাদের কাছে প্রয়োজনীয় ভ্রমণ সংক্রান্ত নথি রয়েছে এবং যারা ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-র অধীনে নির্দিষ্ট যোগ্যতা পূরণ করে তারা ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেনঊ এই সুবিধা ওই সমস্ত দেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্যও প্রযোজ্যঊ অসমাপ্ত ভ্রমণ নথি অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ ভ্রমণের নথিপত্র রাখা এবং ধর্মের নামে হয়রানি শিকার, ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেওয়া এমন ধরনের সম্প্রদায়ের শরণার্থীরাই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন থেকে সুবিধা পেতে পারেনঊ এই ধরনের মানুষদের নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এর অধীনে অবৈধ শরণার্থী পরিভাষা থেকে বাইরে রাখা হয়েছেঊ ভারতে তাঁরা ৬ বছর থাকার পর নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য হবেনঊ অন্য বিদেশিদের জন্য, এই সময়কাল ১২ বছর নির্ধারণ করা হয়েছেঊ

প্রশ্ন ৩ : শরণার্থীদের দেখভাল করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তির আওতায় ভারতের কি কোনও দায়িত্ব নেই?

উত্তর : হ্যাঁ, ভারতের অবশ্যই বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং ভারত তা থেকে পিছু হটছে নাঊ ভারতের দু'লক্ষেরও বেশি শ্রীলঙ্কা তামিল ও তিব্বতী, ১৫ হাজারেরও বেশি আফগানি এবং ২০-২৫ হাজার রোহিঙ্গা রয়েছেঊ একইভাবে, বিভিন্ন দেশ থেকে আসা হাজার অন্যান্য শরণার্থীরা বর্তমানে ভারতে বসবাস করছেনঊ আশা করা হচ্ছে, পরিস্থিতির যখন উন্নতি হবে তখন এই সমস্ত শরণার্থীরা কোনও না কোনও দিন নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবেনঊ ১৯৫১ সালে শরণার্থী বিষয়ক রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তি এবং ১৯৬৭ সালের রাষ্ট্রসঙ্ঘ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ নয় ভারতঊ তাছাড়া এই ধরনের অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য বাধ্য নয় ভারতঊ বিদেশিদের নাগরিকত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে ভারত-সহ প্রতিটি দেশের নিজস্ব নিয়ম রয়েছেঊ

প্রশ্ন ৪ : এই আইনের অধীনে এই তিনটি দেশের অবৈধ মুসিলম অভিবাসীদের কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাসন দেওয়া হবে?

উত্তর : নাঊ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-র অধীনে ভারত থেকে কোনও বিদেশিকে নির্বাসিত করার কোনও সম্পর্ক নেইঊ বিদেশি আইন ১৯৪৬ এবং পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন, ১৯২০ অনুসারে যে কোনও বিদেশির নির্বাসন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়ঊ তা সে যে কোনও ধর্মের অথবা দেশের হোক না কেনঊ শুধুমাত্র এই দু'টি আইনই ধর্ম অথবা দেশ নির্বিশেষে সমস্ত বিদেশিদের ভারতে প্রবেশ, স্থায়ীকরণ এবং ভারত থেকে তাঁদের বহিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঊ

সুতরাং ভারতে স্থায়ী যে কোনও অবৈধ বিদেশির ক্ষেত্রে সাধারণ নির্বাসন প্রক্রিয়া প্রযোজ্যঊ এটা সম্পূর্ণ সুচিন্তিত বিচার প্রক্রিয়া, যা স্থানীয় পুলিশ অথবা প্রশাসনিক আধিকারিকদের দ্বারা কোনও অবৈধ বিদেশি শনাক্ত করার জন্য যথাযথ তদন্তের ভিত্তিতে তৈরিঊ এটা সুনিশ্চিত করা হয় যে এই ধরনের অবৈধ বিদেশিকে তার দেশের দূতাবাসের পক্ষ থেকে যথাযথ ভ্রমণের নথি জারি করা হয়ঊ যাতে যখন তাকে নির্বাসিত করা হবে তখন যেন সে দেশের আধিকারিকরা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার না করেঊ অসমে, নির্বাসন প্রক্রিয়া তখনই কার্যকর করা হয়, যখন বিদেশি আইন, ১৯৪৬-এর অধীনে একজন 'বিদেশি' হিসেবে এই ধরনের ব্যক্তি চিহ্নিত হয়ঊ এরপরই সে নির্বাসন পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ঊ যে কোনও অবৈধ বিদেশি ব্যক্তিকে শনাক্ত করা, আটক করা অথবা নির্বাসিত করার জন্য বিদেশি আইনের ৩ নম্বর ধারা এবং পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন, ১৯২০-র ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী, রাজ্য সরকার এবং জেলা স্তরের আধিকারিকদের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ক্ষমতা দেওয়া হয়ঊ

প্রশ্ন: ৫ ভারতীয়রা (হিন্দু, মুসলমান বা অন্যরা) কি সিএএ দ্বারা প্রভাবিত হবে?

উত্তর: না। এতে করে ভারতীয় নাগরিকরা কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না।

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ভারতীয় নাগরিকদের সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার বজায় থাকবে। সিএএ সহ কোনও আইনই এই অধিকারগুলি হরণ করতে পারবে না। এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সিএএ মুসলিম নাগরিকসহ কোনও ভারতীয় নাগরিককে প্রভাবিত করবে না।

প্রশ্ন: ৬ শ্রীলঙ্কায় তামিলদের সম্পর্কে?

উত্তর: ১৯৬৪ এবং ১৯৭৪ সালে দুদেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে চুক্তি স্বাক্ষরের পরে, ভারতবর্ষে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৪.৬১ লক্ষ তামিলকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুদানের ভিত্তিতে বর্তমানে তামিলনাড়ুতে ৯৫ হাজার শ্রীলঙ্কার তামিলভাষী বাস করছেন। তারা উপযুক্ত সময়ে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

প্রশ্ন-৭ কেবল তিন দেশ? সূচিতে থাকা ধর্মের কারণে উৎপীড়ন হওয়া বিষয়ে কি রয়েছে?

উত্তর : ভারতের তিন প্রতিবেশী দেশে ধর্মের কারণে নির্যাতিত হওয়া সংখ্যালঘুদের জন্য প্রযোজ্য সিএএ। এই তিন দেশে রাষ্ট্রের একটিই ধর্ম। অন্য ধর্মের প্রতি বিশ্বাসীদের উপর এই দেশগুলিকে নির্যাতন চালানো হয়। এই আইন পুরোপুরি সঠিক। বিশেষ পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান করবে এই আইন। এই দেশগুলিতে থাকা ছয়টি সম্প্রদায়ের মানুষকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।

প্রশ্ন : ৮ এই তিন দেশে থাকা মুসলমানরা কি কোনও দিনও নাগরিকত্ব পাবে না?

উত্তর : না। এই তিন দেশ তথা অন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির ভারতীয় নাগরিকত্ব জন্য সব সময়ে আবেদন করতে পারবে। সিএএ কোনও কোনও বিদেশি নাগরিককে ভারতের নাগরিকত্ব নেওয়া থেকে আটকাতে পারবে না। ভারতীয় আইনের অন্তগর্ত ধারাগুলি অনুযায়ী ওই ব্যক্তির যোগ্যতা থাকলে সেই নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারেন। বিগত ছয় বছরে প্রায় ২৮৩০ পাকিস্তানি নাগরিক, ৯১২ আফগান নাগরিক, বাংলাদেশের ১৭২ নাগরিকদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে সেই সব দেশে সংখ্যাগুরু ছিল। ২০১৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশ মধ্যে সীমান্ত সমঝোতা হওয়ার পর বাংলাদেশের ৫০-এর বেশি এলাকা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার পর প্রায় ১৪৮৬৪ নাগরিকদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে অনেক সেই সকল দেশের সংখ্যাগুরুরা রয়েছে।

প্রশ্ন : ৯ সিএএ কাদের উপর চালু হবে?

উত্তর : ৩১/১২/২০১৪ পর্যন্ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ধর্মের কারণে নির্যাতিত হয়ে ভারতে আসা হিন্দু, শিখ, জৈন, পার্সি, খ্রিষ্টানদের জন্য প্রযোজ্য সিএএ। এই তিন দেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুসলমানদের জন্য এই আইন প্রযোজ্য নয়।

দিলীপ ঘোষের

পাচের পাতার পর

জন্য সমগ্র মুসলমান কে লোক সন্ত্রাসবাদি ভাবতে শুরু করেছে। কিছু তৃণমূলের দালাল গাড়ি জ্বালিয়ে সন্ত্রাস করে মুসলমানদের বদনাম করার চেষ্টা করছে। সোনার বাংলায় আগুন লাগানোর অধিকার কেউ দেবে না। যারা এটা মনে করছে -পুলিশ ছেড়ে দিক, সরকার ছেড়ে দিক, বিজেপির লক্ষ লক্ষ কর্মী আছে এই সমস্ত দেশদ্রোহীদের জবাব দেওয়ার জন্য। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি এদের প্রতিরোধ করুন। রাজনৈতিকভাবে উত্তর দিন।

অ্যামওয়ের নিউট্রিলাইটের নতুন দু'টি অদ্বিতীয় পণ্য

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর : দেশের অন্যতম অগ্রণী ডাইরেক্ট সেলিং এফ. এম. সি. জি. কোম্পানি হচ্ছে অ্যামওয়ে। যাকে নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আর অ্যামওয়ে'র এক জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী ভেষজ সম্ভার হচ্ছে নিউট্রিলাইট। এই নিউট্রিলাইটে এখন নতুন করে যুক্ত হলো মধনাশিনী, শুঁ. (শুকনো আদা) ও ত্বক (দারুচিনি) নিউট্রিলাইট এবং বাসক, মুলেঠি (যষ্টি মধু) ও সুরস (তুসলী) নিউট্রিলাইট। যে ভেষজ উপাদানগুলো যথাক্রমে গ্লুকোজ ও শ্বাসপ্রক্রিয়ার স্বাস্থ্যকে সর্বোত্তভাবে সহায়তার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। এই দুটি পণ্যের অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট গুণ ও রয়েছে।

নিউট্রিলাইটের এই দুই নতুন প্রকারের পণ্যের সূচনা নিয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সি. ই. ও. অংশু বুধরাজা বলেন, ফুড সাপ্লিমেন্টসহ চৌকসভাবে স্বাস্থ্যের যত্ন মানুষের জীবনকে অদ্বিতীয় গুণমান প্রদান করে। আর বিশ্বজুড়ে শ্রেষ্ঠ ভিটামিন ও ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অ্যামওয়ের নিউট্রিলাইট। অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবসার অর্ধেকের বেশি অংশ নিউট্রিলাইটের অধীনে। আর এই ক্ষেত্রকে ২০২৫ সালের মধ্যে আরও প্রসারিত করতে চায় অ্যামওয়ে। নিউট্রিলাইটের দুটি নতুন প্রকার হচ্ছে এক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ।

অ্যাম্ময়ের বেষজ পুষ্টি সম্ভার নিয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার অয়েলনেস বিবাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অজয় খান্না বলেন, ভারত শুধুমাত্র বিশ্বের ডায়াবেটিস রাজধানী নয়, দূষণের তালিকায়ও দেশেড অনেকগুলো শহর এখন প্রথম দিকে রয়েছে। একই সঙ্গে পরিবর্তিত জীবনাযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসের জন্য যেসব সমস্যা হচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেকেই এই পণ্য দুটি নিয়ে আসা হয়েছে। ভারতের ঐসিহ্যশালী ভেষজ জ্ঞান, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান আর বিজ্ঞানের আধুনিকতম পদ্ধতি ব্যবহার করে তৈরি করা এই পণ্যগুলো গ্লুকোজ ও স্বাসপ্রক্রিয়ার স্বাস্থ্যকে সহায়তা করার পাশাপাশি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

দলের সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে দেশবাসীর কাছে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর বিজেপি। সেই লক্ষ্যে দলীয় কর্মীদের দিশা দেখাতে ২০ ডিসেম্বর, শুক্রবার বিকেলে দলের সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে দেশবাসীকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপি কি ভূমিকা পালন করতে সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে বসছেন নাড্ডা বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি দলের সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়েও আলোচনার হওয়ার কথা। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে তেলেঙ্গানা এবং তামিলনাড়ু বিজেপির যে শক্তি বাড়ছে, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন বিজেপি নেতা। পাশাপাশি বিজেপির পরিপূরক যে কোনও দলই বর্তমানে নেই তাও মনে করিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বিজেপির পরিপূরক কোনও দল বর্তমানে দেশে নেই। কেরল, তামিলনাড়ুতে সবাই নতুন সরকার চাইছে।

সিএএ ও এনআরসি-র প্রতিবাদ পাটনা-দারভাঙায় রেল অবরোধ

পাটনা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র প্রতিবাদে এবার গর্জে উঠল বিহারঊ বৃহস্পতিবার সকালে পাটনার রাজেন্দ্র নগর রেল স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল সর্বভারতীয় স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এআইএসএফ)ঊ পাশাপাশি দারভাঙা জেলার লাহেরিয়াসরাই রেল স্টেশনে সিএএ ও এনআরসি-র প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল সিপিআই-এমঊ

প্রাক্তন সাংসদ পাপ্পু যাদব-এর জন অধিকার পার্টি এবং যুবা শক্তিও এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেঊ বৃহস্পতিবার সকালে খাগাড়িয়া জংশন রেল স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে জন অধিকার পার্টিঊ বিক্ষোভ প্রদর্শনের জেরে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষঊ জন অধিকার পার্টির জাতীয় সভাপতি রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদবের আহ্বানে যুবা শক্তির রাজ্য সভাপতি নাগেন্দ্র সিং ত্যাগির নেতৃত্বে খাগাড়িয়ায় বনধ পালিত হয়ঊ ত্যাগি আক্রোশের সঙ্গে এদিন বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী একদিকে কালো আইন নিয়ে আসছেন, অন্যদিকে প্রতি ঘন্টা মা ও মেয়েরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেনঊ

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে খতম মহিলা মাওবাদী উদ্ধার .৩০৩ রাইফেল

রায়পুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীঊ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত সুকমা জেলায় এনকাউন্টারে খতম হয়েছে একজন মহিলা মাওবাদীঊ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি .৩০৩ রাইফেলঊ নিহত মহিলা মাওবাদীর নাম ও পরিচয় জানা যায়নিঊ সুকমা জেলার সিংহানমাদগু এলাকার ঘটনাঊ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সুকমা জেলার সিংহানমাদগু এলাকায় জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এব কোবরা জওয়ানদের সঙ্গে মাওবাদীদের গুলির লড়াই শুরু হয়ঊ ডিআরজি, এসটিএফ এবং কোবরা জওয়ানদের যৌথ অভিযানে খতম হয়েছে একজন মহিলা মাওবাদীঊ তবে, গুলির লড়াই চলাকালীন বাকি মাওবাদীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়ঊ গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি .৩০৩ রাইফেল।

আটক বহু বিক্ষোভকারী

আটের পাতার পর

বিক্ষোভকে সমর্থন করেন তাহলে পরিণতি ভুগতে হবে।' ইয়েদুরাপ্পা আরও বলেছেন, 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিষয়ে শান্তি বজায় রাখার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল, নেতা ও জনগণের কাছে আন্তরিকভাবে অনুরোধ ও আবেদন জানাচ্ছি। সিএএ এই দেশের নাগরিকদের জন্য কোনও বিপদ নয়।'

মোহাম্মদ কাদের

তিনের পাতার পর

নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান লিয়াকত হোসেন খোকা।

অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টি নেতা মিজানুল ইসলাম লিটু ও নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির প্রায় ৩০ নেতা-কর্মী চেয়ারম্যানের হাতে ফুল তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, সুনীল শুভ রায়, এস.এম. ফয়সল চিশতী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, উপদেষ্টা মোহাম্মদ নোমান, নুরুল আজহার, ভাইস চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম জহির, জহিরুল আলম রুবেল, যুগ্ম মহাসচিব সুলতান আহমেদ সেলিম, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মুনিম চৌধুরী বাবু, মো. হেলাল উদ্দিন, হুমায়ুন খান, আহাদ চৌধুরী শাহীন, এম.এ. রাজ্জাক খান।

ধর্মঘট

● প্রথম পাতার পর

নেওয়ায় আজ থেকে ওই সংগঠন ধর্মঘটে সামিল হয়েছে।

এদিন সকাল দশটা থেকে বিশালগড় বটলিং প্ল্যান্টের সামনে তারা ধর্মঘট পালন করছেন। এই বিষয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শিবু প্রসাদ দত্ত জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ অনৈতিক ভাবে আইওসিএল চুক্তি ভঙ্গ করেছে। বাল্ক পরিবহণে বাংলাদেশের সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে। তাতে, রাজ্যের ট্রান্সপোর্টাররা ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তিনি বলেন, এই পরিবহণ ব্যবসার সাথে গাড়ির চালক এবং শ্রমিকরা নির্ভরশীল। চুক্তি বাতিল হওয়ায় তারা কর্মহীন হয়ে পড়বেন। তিনি দাবি করেন, বাল্ক পরিবহণে রাজ্যের ট্রান্সপোর্টারদের প্রায় সত্তর শতাংশ গাড়ি নতুন ক্রয় করা হয়েছে। ফলে এখন ওই গাড়ির ইএমআই মিটিয়ে দেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি জানান, চুক্তি বাতিলের প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে সামিল হয়েছি আমরা।

এদিন, এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বিশালগড় বটলিং প্ল্যান্টের সামনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে প্রচুর পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছিল। অবশ্য এদিন ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ ভাবেই অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু, আগামীকাল থেকে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না। এমনকি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ, ধর্মঘটের দরুন বাংলাদেশের সংস্থা বাল্ক পরিবহণের ঝুঁকি নিতে চাইবে কি না তাতেও অনিশ্চিয়তা দেখা দিয়েছে।

বনকর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

অভিযুক্তদের নাম ধাম উল্লেখ করে তেলিয়ামুড়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানানো হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কৃষ্ণপুর এলাকায় বন্য হাতির তাণ্ডব চলছে এই খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়ার বনকর্মীরা দুটিভাগে বিভক্ত হয়ে মুঙ্গিয়াকামীর শ্রীরাম খরা এবং কৃষ্ণপুরে যায় বুধবার সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ। কৃষ্ণপুরের লাগোয়া বালুছড়া এলাকায় বন কর্মীরা আসতেই একদল বনদস্যু বন কর্মীদের গাড়িটি আটকিয়ে ভাঙচুর চালায়। বনদস্যুদের মারধরে আহত হয় দুই বন কর্মী।

তারা হলেন, মনীন্দ্র মুন্ডা এবং মঙ্গল চন্দ্র সাহা। এই খবর তেলিয়ামুড়াস্থিত ফরেস্ট ডিভিশনে পৌঁছা মাত্রই এসডিএফও, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে যান। এদিকে আহত দুই বনকর্মীকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা বনদস্যু। কারণ এইসব বন মাফিয়ারা রাতের অন্ধকারে বনাঞ্চলের মূল্যবান গাছ কেটে পাচার করে। কিন্তু বনকর্মীরা শক্তপোক্ত ভাবে টহলদারি দেওয়াতে বন মাফিয়াদের পাচার বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটার কারণেই এই আক্রমণের শিকার হয় বনকর্মীরা। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রাজধানী থেকে বন দপ্তরের সিসিএফ অমিত শুক্লা। তিনি এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলেন, ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

আরোহীর

● প্রথম পাতার পর

পড়ে রয়েছেন সাধনবাবু।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমতলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সাধন পালকে উদ্ধার করে হাপানিয়ায় অবস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যায়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, পালের মাথা ফেটে জাতীয় সড়ক রক্তে ভিজে গিয়েছিল। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান সকলের।

এদিকে, ওই দুর্ঘটনায় স্থানীয় জনগণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছিল। স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রায় সময় যানবাহনের অত্যধিক গতি লক্ষ্য করা যায়। বেপরোয়া গতির কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনায় মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। জাতীয় সড়কে যানবাহনের বেপরোয়া গতি রোধে স্থায়ী ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, বলেরো গাড়িটি পালিয়ে গেছে। পুলিশ ঘাতক গাড়িটির তল্লাশি চালিয়েছে।

এদিকে, স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে ছুটে আসেন। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

জলের সমস্যা দেখা দেয়। এনিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই অন্যান্য পরিবারগুলির মধ্যে চাপা ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছিল। সুচিত্রা নাথ নামে এক গৃহবধূ কলসী দিয়ে পানীয় সংগ্রহ করে বিজয় নাথের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন।

তখনই বিজয়বাবুকে বাড়ির গেইটে পেয়ে প্রতিবেশী গৃহবধূ সুচিত্রাদেবী অনুরোধ করেছিলেন সাতসকালে মোটর দিয়ে জল উত্তরণ না করার জন্য। তাতে অন্যান্যরা জল সংগ্রহ করতে পারেন না। অন্যান্যরা জল নিয়ে যাওয়ার পর মোটর দিয়ে জল তোলার কথা বলেছিলেন ওই গৃহবধূ। এনিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। এরই জের ধরে বিজয় নাথ ও তার পুত্র পুত্রবধূ মিলে তার উপর হামলা চালায়। মহিলার চিৎকার শুনে বাড়ি থেকে ছুটে আসে তার পুত্র। মাকে উদ্ধার করে রক্তাক্ত অবস্থায় সে বাড়িতে নিয়ে যায়।

বিষয়টি শাসকদলের নেতা সঞ্জিত কুমার দাসকে জানানো হয়। আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিমাংসা করার উদ্যোগ নেন স্থানীয় ওই নেতা। কিন্তু বিজয় নাথ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির মিমাংসা না করে আক্রান্ত সুচিত্রা নাথের নাবালক পুত্রের বিরুদ্ধে পুত্রবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। অপরদিকে সুচিত্রা নাথের পরিবারের তরফেও তার উপর হামলা চালানোর ঘটনা পানিসাগর থানায় মামলা রুজু করা হয়। মামলা ও পাল্টা মামলা ঘিরে পুলিশ পড়ে বেকায়দায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভ বিরাজ করছে।

স্টেশন

● প্রথম পাতার পর

আটক করা হয় উমর খালিদকে।

এদিকে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিক্ষোভের সময় প্ররোচনা দেওয়ায় উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে গ্রেফতার করা হয়েছে ২১ জনকে। পুলিশ সূত্রের খবর, সীলমপুর এলাকা থেকে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, জাফরাবাদে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দয়াল পুরে ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে দিল্লি সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও।

শুনানি

● প্রথম পাতার পর

শীঘ্রই ফাঁসির সাজা কার্যকর করার মামলার শুনানি হয়। পতিয়ালা হাউস কোর্ট তিহার জেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে, সাজাপ্রাপ্তরা কোনও আইনি বিকল্প গ্রহণ করতে চান কিনা তা এক সপ্তাহের মধ্যে সকলকে নোটিশ জারি করে জিজ্ঞাসা করতে।

বাহিনীর

● প্রথম পাতার পর

১১টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেন।

এদিন সংগঠিত অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যহত হয়েছে। বিশেষ করে অফিস-আদালতে যাওয়ার জন্য মানুষের বিকল্প রাস্তা দিয়ে যেতে হয়েছে। তাতে তাঁদের ভোগান্তিও পোহাতে হয়েছে প্রচুর।

সেন্টারে আগুন

আটের পাতার পর

ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মী ্য স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও, প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কীভাবে আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশও।

াঙ্গন

আইপিএল নিলাম : কামিন্সকে কিনল কেকেআর, পীযুষ চাওলাকে কিনল চেন্নাই সুপার কিংস, কটরেল পঞ্জাবে

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার আইপিএল নিলাম আসরে অস্ট্রেলিয়ার পেসার প্যাট কামিন্সকে সাড়ে ১৫ কোটি টাকায় কিনল কেকেআর। অজি এই পেসার আগেও নাইটদের হয়ে খেলেছেন। কিন্তু চোটের জন্য বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি। এবার তাঁকে এত বেশি দাম দিয়ে নিল শাহরুখের দল। কামিন্সকে নিয়ে প্রথমে দর কষাকষি হচ্ছিল দিল্লি ক্যাপিটালস ও আরসিবি-র মধ্যে। কিন্তু ১০ কোটির পর থেকে দর হাঁকায় কেকেআর। নূন্যতম ২ কোটি থেকে শেষ পর্যন্ত ১৫.৫০ কোটিয টাকায় কামিন্সকে কেনে কেকেআর। বরুণ চক্রবর্তীকে ৪ কোটি টাকায় কিনল কেকেআর। তামিলনাড়ুর মিস্ট্রি স্পিনারের জন্য গতবারও আগ্রহ দেখিয়েছিল নাইটরা। প্রাক্তন রাজস্থান রয়্যালস ব্যাটসম্যান রাহুল ত্রিপাটিকে ৬০ লক্ষ টাকায় কিনল কেকেআর। কেকেআর-এর বাতিল লেগ-স্পিনার পীযুষ চাওলাকে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় কিনল চেন্নাই সুপার কিংস। ক্রিস মরিসকে ১০ কোটি দিয়ে কিনল বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। স্যাম কারেনকে ১.৭ কোটি দিয়ে কিনল চেন্নাই সুপার কিংসকে। তবে বিক্রি হলেন না ভারতীয় ক্রিকেটার স্টুয়ার্ট বিনি। ইংল্যান্ড অল-রাউন্ডার ক্রিস ওকসকে ১.৫ কোটি দিয়ে কিনল দিল্লি ক্যাপিটালস।

দিল্লি ক্যাপিটালস ও কিংস ইলেভন পঞ্জাবের লড়াইয়ে ম্যাক্সওয়েলের জন্য দর উঠল ১০ কোটির বেশি। শেষ পর্যন্ত ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় ম্যাক্সওয়েলকে কিনল প্রীতি জিন্টার দল। অজি ব্যাটসম্যানের নূন্যতম দর ছিল ২ কোটি। কিন্তু দিল্লি ও পঞ্জাবের দর কষাকষিতে দাম উঠল ১০ কোটির বেশি।এখন পর্যন্ত এই নিলাম সর্বোচ্চ। অ্যারোন ফিঞ্চকে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় কিনল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। ফলে বিরাট কোহলির সঙ্গে ইনিংস শুরু করতে দেখা যেতে পারে অজি ওপেনারকে। কেকেআর-এর সঙ্গে দর কষাকষি করে ফিঞ্চকে কেনে আরসিবি। এছাড়া ক্যারিবিয়ান পেসার শেলডন কটরেলকে সাড়ে ৮ কোটি টাকায় কিনল কিংস ইলেভেন পঞ্জাব। নাথান কুল্টার-নাইলকে ৮ কোটি দিয়ে কিনল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। সিএসকে ও মুম্বইয়ের লড়াইয়ে এক কোটির নূন্যতম দাম থেকে ৮ কোটি দাম পেলেন ৩২ বছরের অজি অল-রাউন্ডার। তিন কোটি টাকায় জয়দেব উনাদকটকে কিনল রাজস্থান রয়্যালস। উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান পার্থিব প্যাটেলকে এক কোটি এবং আলেক্স ক্যারিকে ৬০ লক্ষ টাকায় কিনল আরসিবি। অস্ট্রেলিয়ার জোস হ্যাজলউডকে ২ কোটি টাকায় পেল চেন্নাই সুপার কিংস। ৫০ লক্ষ টাকায় কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবে যোগ দিলেন নিউজিল্যান্ডের জিমি নিশাম। ক্যারিবিয়ান প্রতিশ্রুতিমান ব্যাটসম্যান সিমরন হেটমেয়ারকে ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় কিনে নিল দিল্লি ক্যাপিটালস। বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম দল পেলেন না। হেনরিচ ক্লাসন, নমন ওঝা, স্টুয়ার্ট বিনি, কুশল পেরেরার মতো ক্রিকেটারদের নিতেও কেউ আগ্রহ দেখায়নি। এছাড়া কিউয়ি পেসার টিম সাউদি, কিউয়ি স্পিনার ইশ সোদি, অজি স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা অবিক্রিত রয়েছেন। ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য পীযূশ চাওলাকে ছয় কোটি ৭৫ লাখ টাকায় দলে নিয়েছে চেন্নাই। কেকেআর রিলিজ করা চাওলার বেস প্রাইজ ছিল এক কোটি টাকা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেল্ডন কটরেলকে দলে নিল পাঞ্জাব।

কটরেল উইকেট পেলে স্যালুট করে সেলিব্রেশন করার জন্য বেশ জনপ্রিয়। সাড়ে আট কোটি টাকা দর পেলেন তিনি। ভারতীয় পেসার জয়দেব উনাদকার রাজস্থানে। অস্ট্রেলিয়ার পেসার নাথান কুল্টার নাইলকে আট কোটি টাকায় দলে নিল মুম্বই। অজি কিপার অ্যালেক্স কেরিকে দলে নিয়েছে দিল্লি। ক্রিস মরিস দশ কোটি টাকায় গেলেন বিরাট কোহলির বেঙ্গালুরুতে। স্যাম কুরানকে নিল চেন্নাই।

গোলশূন্য বছরের শেষ এল ক্লাসিকো

বার্সেলোনা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসংখ্য সুযোগের একটিও কাজে লাগাতে পারলেন না বার্সেলোনার লিওনেল মেসি, লুই সুয়ারেজ কিংবা রিয়াল মাদ্রিদের করিম বেনজেমা, গ্যারেথ বেলরা। দুদলের স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় গোলশূন্য থাকল বছরের শেষ এল ক্লাসিকো।

২০০২ সালের পর এই প্রথম বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদের লড়াইয়ে কোনও গোল হল না। বুধবার রাতে নূ ক্যাম্পে ২০১৯-২০ মরশুমে লা লিগার প্রথম এল ক্লাসিকোয় মুখোমুখি হয়েছিল বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। শুরু থেকেই আক্রমনাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে জিদানের দল। একের পর এক আক্রমণে শানাতে থাকে বার্সেলোনা রক্ষণে। ১৭ মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত রিয়াল মাদ্রিদ। কর্নার থেকে কাসেমিরোর হেড গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন জেরার্ড পিকে। ২৫ মিনিটে বেনজেমার শট পা দিয়ে বাঁচান টের স্টেগেন। এর পরেই কাসেমিরোর দূরপাল্লার শট আটকে দেন বার্সা গোলরক্ষক। এরপর স্রোতের বিপরীতে ৩১ মিনিটে সুযোগ এসে যায় বার্সেলোনার সামনেও। থিওবাও কুর্তোয়া ঝাঁপিয়ে কোনওমতে আটকালেও বল পেয়ে যান মেসি। মেসির বুলেট গতির শট গোললাইনের সামনে থেকে ফিরিয়ে দেন সের্জিও রামোস। ১০ মিনিট পর মেসি জাদুতে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল বার্সেলোনার সামনে। কিন্তু জর্ডি আলবার শট একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। ৭২ মিনিটে বেলের গোল ভিএআরের সাহায্যে বাতিল করেন রেফারি। মিনিট দুয়েক পরেই সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন সুয়ারেজ। শেষ দিকে আনসু ফাতি মাঠে নামার পর গতি বাড়ে বার্সেলোনার আক্রমণে। কিন্তু গোলের দেখা পাওয়া যাওয়া নি।

রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে টানা ৭ ম্যাচ ধরে অপরাজিত থাকল বার্সেলোনা। ১৭ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার শীর্ষেই থেকে গেল বার্সেলোনা। একই পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে দু নম্বরে থাকল রিয়াল মাদ্রিদ।

নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়ে আইএসএল-র শীর্ষস্থানে বেঙ্গালুরু এফসি

বেঙ্গালুরু, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারিয়ে আইএসএল তালিকার শীর্ষ স্থানে উঠে এল বেঙ্গালুরু এফসি। ৯ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সুনীল ছেত্রীরা শীর্ষ স্থানে। অন্যদিকে ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড। এরমাঝে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আইএসএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জামশেদপুর এফসি-র মুখোমুখি হবে মুম্বই সিটি এফসি। ৮ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছে জামশেদপুর। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে মুম্বই সিটি এফসি। বুধবার গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে ম্যাচের প্রথম থেকেই প্রাধান্য বিস্তার করে বেঙ্গালুরু এফসি। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের গোলমুখে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনতে থাকেন সুনীল ছেত্রীরা। যদিও প্রথমার্ধে গোল পায়নি অ্যাওয়ে দল। বেশ কয়েকবার প্রতি আক্রমণে উঠেও গোলের দরজা খুলতে পারেনি নর্থইস্ট ইউনাইটেডও। ফলে খেলার প্রথমার্ধ গোলশূন্যই থেকে যায়। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ায় বেঙ্গালুরু এফসি। সেই সময় দুর্দান্ত কিছু মুভ তৈরি করেন সুনীল ছেত্রীরা। বেঙ্গালুরুর ফুটবলারদের মুহুর্মুহু আক্রমণ সামলাতে নাজেহাল হয়ে যান নর্থইস্টের ডিফেন্ডাররা। চাপের মুখে ভুলও করে বসেন তাঁরা। ৬৭ মিনিটে নিজেদের বক্সে ফাউল করে বসেন নর্থইস্টের ফুটবলাররা। পেনাল্টি থেকে গোল দিয়ে বেঙ্গালুরুকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। ম্যাচের ৮০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল দিয়ে অ্যাওয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন অ্যালবার্ট সেরান।

Ambedkar College
Fatikroy, Unakoti, Tripura.

No.F.2(12)-/AC/FR/201 1-12/ Dated, 11" December,2019

EO1 notice for Security services/ Sweeping & Cleaning Asistant. EO1 invited from registered firms for Security services for Ambedkar College by 1.00 PM of 30th December, 2019. Qualified bidder will enter into a one-year agreement with this office for providing the services and which is extendable up on the quality of service. For details about the [01 documents, terms and conditions and procedures please go through the dossier available in college office/ college website www.actripura.edu.in

The ED will be opened on the same day at 2 PM in presence of bidders, if possible.

Sd/-
(Dr. Subrata Sharma)
Principal in-charge

ICA/C-1942/2019-20

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল গাড়ির মালিক, চালক, ডিলারদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, মাননীয় চেয়ারম্যান, স্টেইট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, ত্রিপুরা, আগামী ২৩-১২-২০১৯ ইং তারিখে সকাল ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত বিবেকানন্দ ময়দান (আস্তাবল মাঠ) সংলগ্ন জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনার অফিসে উপস্থিত থাকিবেন।

যে সমস্ত ব্যক্তি গাড়ির মালিকানা পরিবর্তন করিতে চান, উক্ত অফিসে উপস্থিত হইয়া পরিষেবা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আদেশনুসারে
(শ্রী অজিত দেবনাথ)
জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনার
ত্রিপুরা, আগরতলা

ICA/D-1439/2019-20

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vchicle) were seized by the Forest Department. Dhalai District. Under Section 52(A) Sub Section 2 of Indian Forest Act (IFA) 1927. The details are as :

Sl. No.	Vehicle Reg. No.	Date & Time of seizure	By whom
1.	TR-01-1834	13.11.2019 at 6.30 PM	Sri Apurha Sarkar FR. RO. Durge Chowmani
2.	TR-04C-1608	13.11.2019 at 5.00 PM	Sri Suman Das FR. I/C FPT Ambassa

Therefire in esecrchse of power under Indian Forest Act in is contemplated to confiscate the said vchicle for its use in commission of forest office. Therefore it is one again brouight to legal noitice claim over the vehicle fo the Aurthorized Officers (District Forest Office, Dhalain within 25(twenty five) days from the date off issue of the notice along with copies of all relevant documents supporting ownership falling which the decision regarding the condication of all articles seized shall be take exprie.

Issued under my sela & singture tthis day on 11.12.2019

S/d- (Authorized Officer)
Districe Forest Officer
Dhalai District. Ambassa

ICA/D/1440/19-20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14 EE SNM PWD 2019-20 Dated:- 11 12 2019

Percentage rate e-tender are invited on behalf of the -Governor of Tripura" from enlisted contractors/ Firms/ Agencies/ Manufacturers/ Bonafide Suppliers/ Tripura PWD/ TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES Railways, CPWD and other state PWD, in PWD FORM No. 7(seven) upto 3.00PM on 13/01/2020.

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	COST OF TENDER FORM
1.	DNIeT NO: 16 / R / DNIe-T / SE-IV / PWD(R&B) / 2019-20.	₹72,65,299.00	₹72,653.00	6(six) months.	₹ 2500.00

Last date of downloading bid document and online bidding through www.tripuratenders.gov.in is 13/0112020 up to 15.00 Hrs.

All details for clarification will be available in the office of the undersigned during office hour from 11.12.2019 to 13/01/2020.

Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R8iB)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ICA/C/1949/19-20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 22/EE/PWD(R&B)/STB/2019-20 dated: 11-12-2019

The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 31-12-2019 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	FDR/Construction of Pucca Drain with RCC Cover at Manu Bazar to Holycross via Panchayet para (L=1.30 K.M.) During the year 2019-20, SH: Earthwork, p.c.c, brickworks & RCC Works etc. (2nd Call). DNIT No: 24/EE/PWD(R&B)/STB/2019-20	Rs. 10,19,851.00	Rs. 10,199.00	06(Six) month.	Up to 15.00 Hrs on 31-12-2019	At 16.00 Hrs on 02-01-2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Mtc. of Road from Ashram Para (Pati Prasad Para) to Ananda Das para (L0-30+31) L 7.525 Km/ WBM, Carpeting, Re-Carpeting, Katcha Drain etc. (Portion from 1.30Km to 2.80 Km). DNIT No: 26/EE/PWD(R&B)/STB/2019-20	Rs. 7,55,566.00	Rs. 7,556.00	03(Three) month.				
3	Mtc. of road from Taksriah Para to Lasmicherra - Bagafa road (L=0.70 Km) / SH:- Earth cutting, filling, flat brick soling, brick edging etc. during the year 2019-20. DNIT No: 27/EE/PWD(R&B)/STB/2019-20	Rs. 7,34,284.00	Rs. 7,343.00	02(Two) month.				
4	FDR/Mtc. of road NH-08 to Gobindha Mandir via Basi Banik house (Ch. 0.00 km to 0.20 km.) during the year 2019-20/S.H:- Partial brick soling, WBM, Carpeting, Re-carpeting, Seal Coat, sand seal coat etc. DNIT No: 28/EE/PWD(R&B)/STB/2019-20	Rs. 7,01,387.00	Rs. 7,014.00	03(Three) month.				

For and on behalf of the Governor of Tripura.

(Er. Tapas Marak)
Executive Engineer,
Santirbazar Division, PWD(R&B)
Santirbazar, South Tripura

ICA/C-1953/2019-20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 20 December, 2019, Friday আগরতলা ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ৩ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

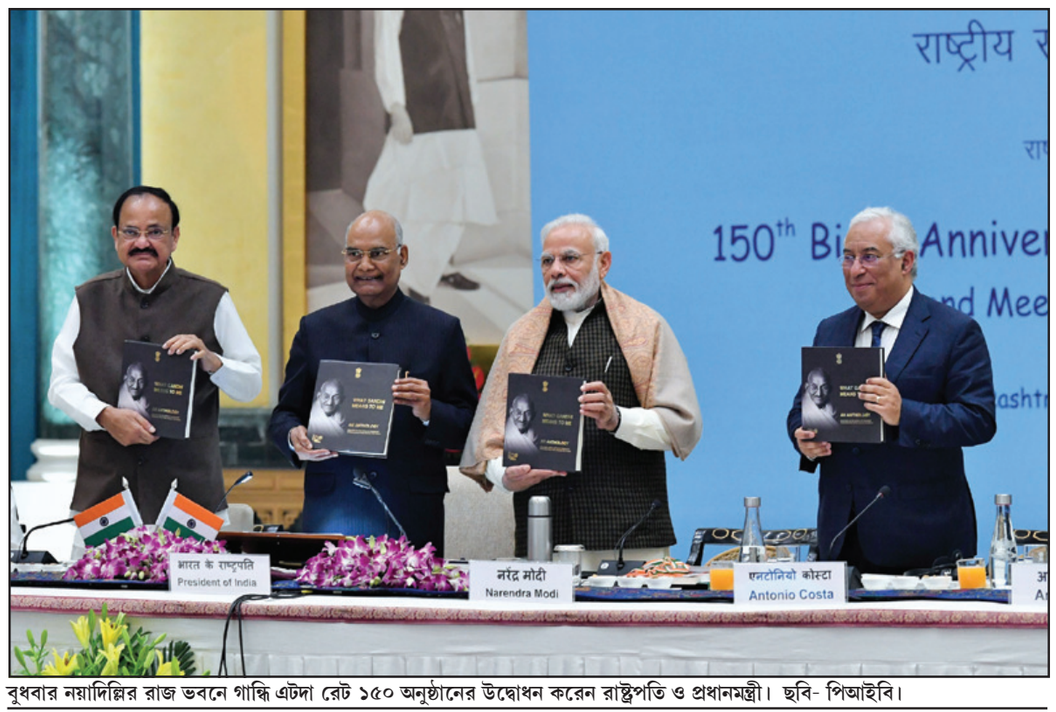

বুধবার নয়াদিল্লির রাজ ভবনে গান্ধি এটদা রেট ১৫০ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। ছবি- পিআইবি।

মোদীকে সারা দেশে গণভোট করার চ্যালেঞ্জ মমতার

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় ফের একবার রানী রাসমণি রোডে বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ সভার ডাক দেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে আমরা সবাই নাগরিক স্লোগান দিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হন মমতা। ব্ল্যাকবোর্ডে নাগরিক সবাই লিখে তার নিচে চোখের ছবি এঁকে দেন তিনি।

জানান, 'মনে রাখবেন আমরা সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক। কারোর দয়ায় এদেশে বসবাস করি না। সব মহল থেকেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে প্রতিবাদ চলছে এবং চলবে। এই আইন বাতিল করতেই হবে। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তোলেন, স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরে এসেও কেন সবাইকে প্রমাণ করতে হবে যে সে ভারতীয় নাগরিক?

এদিন মঞ্চ থেকে মোদী সরকারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সারা ভারতবর্ষে গণভোট করা হোক। সেই ভোটে দেখা যাক কতজন মানুষ নাগরিকত্ব আইন ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকে মানছে। যদি সেই ভোটে মোদী সরকার হেরে যান তবে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন তো ?' গত চারদিন ধরে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় কর্মসূচি চালাচ্ছে কেন্দ্র বিরোধী সরকার। গত তিনদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল বের করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বৃহস্পতিবার রানী রাসমণি রোডে এক বিশাল জনসভার ডাক দেন তিনি। আগামীকাল পার্ক সার্কাসেও এক জনসভার ডাক দিয়েছেন তিনি। তবে শুধু তৃণমূল সমর্থক নয় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে পথে নেমে তার মিছিলে এবং সভায় শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক সময় রাস্তায় নামতে হয়। রাজনৈতিক দলের নাম ভুলে যান। নিজের সম্প্রদায়ের নাম ও ভুলে যান। বিহারের দিল্লিতে উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পূর্বে সব জায়গায় রাস্তায় নামুন কেউ বসে থাকবেন না'।

এই নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে হিন্দুদের কোনরকম নথি লাগবে না বলে জানিয়েছে বিজেপি সরকার। পাশাপাশি ওই আইনে বলা হয়েছে আফগানিস্তান বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে হিন্দু জৈন পারসিক বৌদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মের যারা আসবেন তাদের এদেশে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই কথার বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হিন্দুদের কোন কিছু লাগবে না বলেছে। কিন্তু আইন তো সবার ক্ষেত্রে সমান। আইন বিভেদ করে না। তাহলে অসমে কেন ১৩লক্ষ হিন্দু নাম বাদ গেল।' পাশাপাশি কেন্দ্র সরকার দাঙ্গা করে দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একইসাথে এদিন মমতা লখনৌতে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'সবাইকে ভয় দেখিয়ে সংবিধান না মেনে যা ইচ্ছা করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ কর্ণাটক দিল্লি বিজেপি শাসিত রাজ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। যত দিন যাবে বাংলার মাটিতে আন্দোলন আরও বাড়বে এই আন্দোলন নিজের অস্তিত্বের আন্দোলন।'

অন্যদিকে, এনআরসি ও সিএএ- এর সাথে জনগণনাকেও মানতে চাইছে না রাজ্য সরকার। এ প্রসঙ্গে মমতা জানান, 'গণনার নাম করে বিজেপি সরকার ফন্দি করতে পারে সেই কারণে আমরা এখানে জনগণনা করতে দিচ্ছি না ভোটার লিস্ট ভালো করে বানান। কারোর নাম যেন বাদ না যায়। রেশন কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে গিয়ে ভোটার লিস্টে নাম তুলুন'।

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা, পুঞ্চে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিল ভারত

জম্মু, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বৃহস্পতিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বৃহস্পতিবার সকাল ৭.১৫ মিনিট থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণ। শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৭.১৫ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

আমেরিকার ইতিহাসে তৃতীয়বার, ইমপিচ করা হল ডোনাল্ডট্রাম্পকে

ওয়াশিংটন, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): আমেরিকার ইতিহাসে এই নিয়ে তৃতীয়বারঊ ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে ইমপিচ করা হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেঊ ডোনাল্ড ট্রাম্প হলেন আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট, যিনি ইমপিচ হলেনঊ ট্রাম্পের ইমপিচমেন্টের পক্ষেই সায় দিয়েছে হাউস অফ রিপ্রেসেন্টেটিভঊ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইমপিচ করা হবে কি না, তা নিয়ে বুধবার হাউস অফ রিপ্রেসেন্টেটিভ-এর ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়ঊ ট্রাম্পের ইমপিচমেন্টের পক্ষেই ভোট যায় সংখ্যাগরিষ্ঠেরঊ ফলে এখন সেনেটের উপরই গোটা বিষয়টা নির্ভর করছে।

আমেরিকার কোনও প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কোনও গুরুতর অপরাধের অভিযোগ যদি ওঠে এবং আইনসভার বেশিরভাগ সদস্যই যদি তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে ভোট দেন, তাহলে প্রেসিডেন্টকে পদ থেকে অপসারণ করা হতে পারেঊ এটাই ইমপিচমেন্টঊ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধেও বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ উঠেছেঊ হাউস অফ রিপ্রেসেন্টেটিভে মোট ২৩০টি ভোট পড়েছিলঊ তার মধ্যে ট্রম্পের বিপক্ষে অর্থাতইমপিচমেন্টের পক্ষেই ১৯৭টি ভোটঊ ট্রাম্প অবশ্য নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেনঊ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে জানিয়েছেন, 'সম্পূর্ণ মিথ্যার শিকার বানানো হচ্ছে আমাকেঊ এটা আমেরিকার উপর আক্রমণঊ' টুইট করে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমি কোনও দোষ করিনি, এটা অন্যায়ঊ' উল্লেখ্য, এর আগে ১৮৬৮ এবং ১৯৯৮ সালে ইমপিচ করা হয়েছিল প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসন এবং বিল ক্লিনটনকেঊ ট্রাম্প হলেন তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট যাকে ইমপিচ করা হল।

বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে দিল্লিতে আটক কংগ্রেস ও বামপন্থী নেতারা

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক কংগ্রেস এবং একাধিক বামপন্থী নেতারা।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে উত্তাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। তার রেশ এসে পড়েছে খোদ রাজধানী দিল্লিতে। এদিন সকলে দিল্লির রাজপথে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক প্রবীণ কংগ্রেস সন্দীপ দীক্ষিত। পাশাপাশি আটক করা হয় বিক্ষোভরত বামপন্থী নেতা ডি রাজা, সীতারাম ইয়েচুরি, নিলোৎপল বসু, বৃন্দা কারাট। আটক হওয়ার পর সন্দীপ দীক্ষিতের যে তিনি লালকেল্লায় বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে আটকে দেয় পুলিশ। তাই তিনি মান্ডি হাউজে বিক্ষোভ দেখাতে যায়। সেখানেই তাকে আটক করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, একই ভাবে মান্ডি হাউজ থেকে আটক করা হয় বামপন্থী নেতাদের। এর আগে এদিন জেএনইউ-র প্রাক্তন পড়ুয়া তথা সমাজকর্মী উমর খালিদকেও আটক করা হয়েছে।

অন্যদিকে দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে অযথা অপপ্রচার চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। লালকেল্লার চত্বরে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। প্রসঙ্গত স্বরাজ্য অভিযানের প্রধান যোগেন্দ্র যাদবকেও আটক করা হয়েছে।

মানুষের সমস্যা জানতে তাঁদের দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। জনগণের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাঁদের সমস্যা জানার প্রক্রিয়া জারি রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পদ্মবিল ব্লকের রামসাধুপাড়া পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে যান। সেখানে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন।

এদিন তিনি রামসাধুপাড়ার বিশ্বপতি দেববর্মা, সিমিকা দেববর্মা, সুদীপ দেববর্মা, রসকন্যা দেববর্মা, মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা, সবিতা দেববর্মা ও অনিতা দেববর্মার বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সাথে সরাসরি কথা বলে খোঁজখবর নেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় জানান, এই পাড়ায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অনেকেরই গৃহ রয়েছে। যাঁদের নেই তাঁদের দ্রুত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য পদ্মবিল ব্লকের বিডিও-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এখানকার জনজাতি সম্পদায়ের মানুষদের স্বনির্ভর করে তুলতে প্রাণীসম্পদ পালনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এই এলাকায় যাঁরা বিভিন্ন সামাজিক ভাতা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত তাঁদেরকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতর থেকে ভাতা দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কর্মসংস্থানের জন্য সরকার বেকার যুবক-যুবতীদের স্বরোজগারী করে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। এই লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, সাব্রুমে স্পেশাল ইকোনমিক জোনের কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়া গেছে। এই স্পেশাল ইকোনমিক জোন রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এতে প্রচুর কর্মসংস্থানেরও সুযোগও সৃষ্টি হবে। স্বরোজগারের এক নতুন পথ খুলে যাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।মুখ্যমন্ত্রীর রামসাধুপাড়া পরিদর্শনের সময় বিধায়ক পিনাকী দাসচৌধুরী, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুব্রত মজুমদার, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, পদ্মবিল ব্লকের বিডিও প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্য মোটর সংগ্রাম সমিতি নাম নয়া সংগঠনের আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ।। রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করল আরও একটি মোটর শ্রমিক সংগঠন। বিএমএস'র স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই সংগঠনটির নাম ত্রিপুরা রাজ্য মোটর সংগ্রাম সমিতি। সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন বিপ্লব কর, সভাপতি পদে মৃণাল কান্তি বণিক, সহ সভাপতি মানিক দে ও রাজেশ দেবনাথ। সম্পাদক দেবাশিস চৌধুরী, সহ সম্পাদক উজ্জ্বল দেব, কোষাধ্যক্ষ স্বপন সাহা। ৩৫ সদস্যক এই কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্য মোটর সংগ্রাম সমিতির চেয়ারম্যান বিপ্লব কর সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রত্যেক রাজ্যেই মোটর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি রয়েছে। এই সোসাইটি মোটর শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে থাকে। রাজ্যেও অবিলম্বে মোটর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গঠন করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

সিএএ-র প্রতিবাদে উত্তাল বেঙ্গালুরু, রামচন্দ্র, রিজওয়ান-সহ আটক বহু বিক্ষোভকারী

বেঙ্গালুরু, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (সিএএ)-র প্রতিবাদে উত্তাল হল বেঙ্গালুরু। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কর্ণাটক বনধের ডাক দেয় বাম সংগঠন এবং বেশ কিছু মুসলিম সংগঠন। বনধ রুখতে সকাল থেকেই ততর ছিল পুলিশঊ গ্রামীণ জেলা-সহ সমগ্র বেঙ্গালুরুতে জারি করা হয় ১৪৪ ধারাঊ বৃহস্পতিবার সকাল ছ'টা থেকে আগামী ৩ দিন জারি থাকবে ১৪৪ ধারাঊ বেঙ্গালুরুর টাউন হল এলাকায় মোতায়েন করা হয় প্রচুর সংখ্যক পুলিশ বাহিনী।

বড়সড় জমায়েতও নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু, নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করেই টাউন হলের সামনে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হন। বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় বেঙ্গালুরুর টাউন হল এলাকা থেকে আটক করা হয় ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ, কংগ্রেস বিধায়ক রিজওয়ান আরশাদ-সহ বেশ কিছু বিক্ষোভকারীকে। রামচন্দ্র গুহ জানিয়েছেন, 'সংবাদমাধ্যমকে সবিধান নিয়ে বলার সময় আমাকে আটক করে পুলিশ। আমার হাতে গান্ধীজীর একটি প্ল্যাকার্ড ছিল।' তাঁর প্রশ্ন দেশে কি স্বৈরতন্ত্র চলছে? পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, আমরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করছিলাম। কোনও অশান্তি হয়নিঊ কেন্দ্রের অঙ্গুলিহেলনেই পুলিশ এমন কাজ করছে।'

অশান্তি রুখতে বৃহস্পতিবার সকালেই বেঙ্গালুরুর সিটি পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও-সহ শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করেছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। বেঙ্গালুরু সিটি পুলিশের পক্ষ থেকেও গুজবে কান না দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়। সমগ্র বেঙ্গালুরুতে ১৪৪ ধারা জারি করা সত্ত্বেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বাম সংগঠন ও বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, 'সিএএ-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নেপথ্যে কংগ্রেসের হাত রয়েছে, তাই এই ধরনের পরিস্থিতি। মুসলিমদের যত্ন নেওয়ার আমাদের কর্তব্য। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ শান্তি বজায় রাখুন। কংগ্রেস নেতারা যদি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বক্সনগর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে নিম্ন মানের কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ ডিসেম্বর ।। ২০ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অর্ন্তগত কলসীমুড়া গ্রাম অধিনে রতন দোলা পূর্বপাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি অবস্থিত। স্কুল ঘর নির্মাণ কাজ আর ডি দপ্তর অধিনে ব্লক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল রহিম। ঘর নির্মাণকারী আই ও আব্দুল রহিম, চিকিৎসার জন্য চেন্নাইতে চলে গেছেন বিজয় সরকারও নারায়ন সরকার ভায়া ঠিকাদার এক কাজের দ্বায়িত্ব হস্তান্তর করেন। কিন্তু অত্যন্ত নিম্ন ২জন নারী ইট দিয়ে কাজ চলছে। অভিযোগ কলসীমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার শিপ্রা সরকারের স্বাস্থ্য হচ্ছে বিজয় সরকার তথা শাসকদলের ডাক সাইটে নেতা। পার্টির বলে বলায়ন্তি হয়েই নিম্নমানের কাজ সেটি ২০ লাখ টাকা কাজের বরাত। আরেক মাফিয়া ঠিকাদার জুটন দেবনাথ আর এই সমস্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে স্কুলের দালান বাড়ি নির্মাণ করা হলে। যেকোন সময়ে ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা ও বিপদ হতে পারে। এক কথাই মাফিয়া রাজ কায়েম করেই কাজ চলছে কি বাম কি রাম সবই এক।

রাবারের স্মোক সেন্টারে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ ডিসেম্বর ।। রাবারের স্মোক সেন্টারে আগুন লাগার ঘটনাকে ঘিরে বুধবার রাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিশালগড় থানাধীন ঘনিয়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ড এলাকায়। পড়ে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, বাড়ির মালিক বিকাশ দাস নিজেই রাবারে আগুন দিয়ে ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর স্মোক সেন্টারের ভেতর থেকে আগুন বের হতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

এনআরসি ও সিএএ নিয়ে গণমুক্তি পরিষদের কনভেনশন জিরানীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ।। এনআরসি চালু করা এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে জিরানিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে গণমুক্তি পরিষদের কনভেনশন। কনভেনশনে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। জিরানিয়ায় অনুষ্ঠিত গণ মুক্তি পরিষদের কনভেনশনে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন সংগঠনের নেতা তথা ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ করানোর মধ্য দিয়ে দেশে বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। দেশপ্রেমিক গণতন্ত্রপ্রিয় অংশের মানুষ কোনওভাবেই এ ধরনের আইন মেনে নেবেন না। এ ধরনের আইন প্রয়োগ হলে মানুষ নানা সমস্যায় পড়বে। এই আইন মানুষের উপকারে আসবে না বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এই আইন শুধুই সমস্যা আর বিভাজন তৈরি করবে। কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আইন পাশ করিয়ে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এটা কোনওভাবেই কাম্য নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই আইনের বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। গোটা দেশেই এই আইন বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। রাধাচরণবাবু বলেন, কিছু মানুষ জাতি উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে লড়াই সংগ্রাম চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছে এটাও কাম্য নয়। এই আইন দেশের সব অংশের মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি'র বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামে শামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের কিছু উপজাতি সংগঠন এই স্পর্শকাতর ইস্যুতে জাতি উপজাতির মধ্যে লড়াই চালানোর চক্রান্ত করছে বলেও তিনি অভিযোগ এনেছেন। ধর্মের ভিত্তিতে এবং জাতি উপজাতির ভিত্তিতে বিভাজনের চেষ্টা রাজ্যে শান্তিকামী জনগণ কোনওভাবেই মেনে নেবেন না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে গণতন্ত্রপ্রিয় দেশপ্রেমিক জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তথা গণমুক্তি পরিষদের বর্ষীয়ান নেতা রাধাচরণ দেববর্মা।

বছরে ১০০ দিন পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারবেন এসএসবি জওয়ানরা : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এমন ব্যবস্থা করতে চলেছে যাতে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর প্রতিটি জওয়ান বছরে কমপক্ষে ১০০ দিন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকতে পারেনঊ বৃহস্পতিবার এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির ঘিতোরনিতে এসএসবি-র ৫৬তম বার্ষিকী প্যারেড শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'এসএসবি জওয়ানরা কমপক্ষে ১০০ দিন যাতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকতে পারেন, এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকঊ' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, এসএসবি জওয়ানদের সুবিধার্থে প্রচুর সুবিধা প্রদানের কাজ করছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকঊ অবসরকালীন বয়স ৫৭ থেকে বাড়িয়ে ৬০ করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেছেন, যখনই ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার ইতিহাস লেখা হবে, তখনই এসএসবি-র কৃতিত্ব ও কাজ স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকবেঊ ভারত-চিন যুদ্ধের পর যখন এসএসবি-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তখন সীমান্তবর্তী গ্রাম এবং ভারতের সঙ্গে জড়িত থাকার সাংস্কৃতিক অনুভূতি জাগ্রত করা এসএসবি-র কাজ ছিলঊ এসএসবি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, যারা ভারতে শান্তি দেখতে চান না, তারা ভারতে প্রবেশ করার জন্য নেপাল ও ভুটান সীমান্ত ব্যবহার করছেঊ সীমান্তে মোতায়েন জওয়ানদের জন্যই দেশের ১৩০ কোটি মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, যেখানে যেখানে এসএসবি জওয়ানরা মোতায়েন রয়েছেন, তা সে বন্ধু দেশের সীমান্ত, কাশ্মীর ও মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলই হোক, তাঁরা সর্বদাই নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন।

অমিত শাহ বলেছেন, এসএসবি হল দেশের প্রথম সীমা সুরক্ষা বল, যেখানে ২০০৭ সালে সর্বপ্রথম মহিলাদের মোতায়েন করা হয়েছেঊ সেই সময় থেকে এযাবতমহিলা সুরক্ষা কর্মীরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

এসএসবি জওয়ানরা সতর্ক প্রহরীর মতো দেশের সীমান্ত রক্ষা করে চলেছেন, এজন্যই দেশের অগ্রগতি হচ্ছেঊ ভারত এখন বিশ্বের সপ্তম অর্থনীতি, আপনাদের ত্যাগ এবং বলিদানের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।